রাঁচি, মঙ্গলবার
31:01:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>111 >>16 Magh 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১১১ >> << ১৬ই, মাঘ ১৪২৯>>

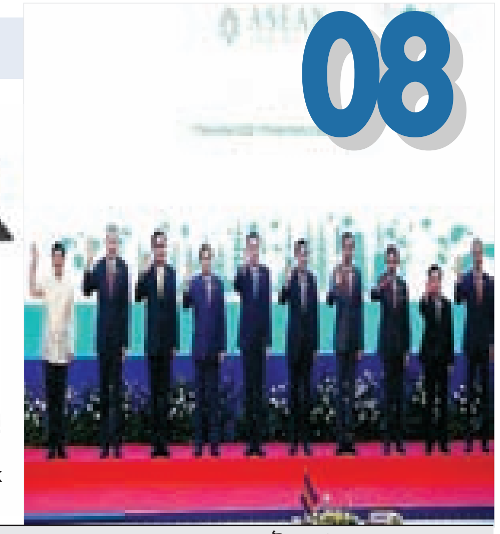

পাকিস্তানের পেশোয়ারে মসজিদে আত্মঘাতী হামলায় অনেক হতাহত

পেশোয়ার ঃ পাকিস্তানের পেশোয়ারের পুলিশ লাইনস মসজিদের ভেতরে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ১৫০ জন। হতাহতদের মধ্যে বেশিরভাগই পুলিশ। নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বলছেন, জোহরের নামাজ পড়ার সময় প্রথমের সারিতে ছিল আত্মঘাতী হামলাকারী। লেডি রিডিং হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন বিস্ফোরণে অন্তত ৩৩ জন নিহত এবং ১৫০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তিনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রক্তদানের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রদেশের স্বাস্থ্য বিভাগ পেশোয়ারে 'মেডিকেল এমার্জেন্সি' জারি করেছে। বিস্ফোরণে মসজিদের ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বাজার দর

SENSEX : 59500.41 +169.51
NIFTY : 17648.95 +49.60

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.34 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.29 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 51,910 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 47,950 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 66,450 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনের জন্য অস্ত্রের নিলাম প্রতিযোগিতা চান না শলৎস

বার্লিন ঃ ট্যাংকের প্রতিশ্রুতির পর ইউক্রেন পশ্চিমা বিশ্বের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র, বোমারু বিমানের মতো সরঞ্জামও চাইছে। জার্মান চ্যান্সেলর সে ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে সমন্বিত সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করেছেন। রাশিয়ার লাগাতার হামলার মোকাবিলা করতে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আরও অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জামের ডাক দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। দৈনিক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, পূবের দনিয়েৎস্ক অঞ্চলে ইউক্রেন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। তার মতে, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে ক্লান্ত করে তুলতে রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়। তাই সময়কেই হাতিয়ার করে তুলতে হবে। ইউক্রেনের জন্য আরও দ্রুত নতুন অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমেই সেটা করা সম্ভব বলে জেলেনস্কি মনে করেন। রোববার খেরসন শহরের উপর রাশিয়ার হামলায় ছয় জন আহত হয়েছে বলে ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। হামলায় একটি হাসপাতাল ও স্কুলের ক্ষতি হয়েছে। সে দিনই খারকিভ শহরে এক বহুতল আবাসনও রুশ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে। রাশিয়াও ইউক্রেনের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছে। ইউক্রেনের ভূখণ্ডে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত এলাকার উপর ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর হামলায় ১৪ জন নিহত হয়েছে বলে মস্কো দাবি করেছে। ইউক্রেন অবশ্য সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে নি। সে দেশের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা রোববার শুধু রুশ বাহিনীর তৎপরতার খতিয়ান দিয়েছেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর অ্যামেরিকা ও জার্মানি গত সপ্তাহে ইউক্রেনের জন্য ব্যাটেল ট্যাংক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে অন্যান্য দেশও এমন দৃষ্টান্ত অনুসরণের সুযোগ পেয়েছে। ফ্রান্সে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূতের সূত্র অনুযায়ী তার দেশ মোট ৩২১টি ট্যাংকের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। তবে ট্যাংক চালানোর প্রশিক্ষণ পেয়ে সেগুলি হাতে পেতে কিছু সময় লাগছে। বসন্তকালে রাশিয়া ও ইউক্রেন বড় আকারের সামরিক অভিযান শুরু করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তার আগেই অস্ত্রভাণ্ডার যতটা সম্ভব বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেন। ট্যাংকের প্রতিশ্রুতির পর দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসহ আরও ভারি ও উন্নত সামরিক সরঞ্জামের প্রত্যাশা করছে ইউক্রেন। সে বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আলোচনাও শুরু হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ইউক্রেন এফ১৬ বোমারু বিমানও চাইছে বলে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির এক উপদেষ্টা জানিয়েছেন। দক্ষিণ অ্যামেরিকা সফররত জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস আপাতত ইউক্রেনের জন্য বোমারু বিমান পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তার মতে, বর্তমানে এমন বিতর্ক অত্যন্ত অদ্ভুত। চিলের রাজধানী সান্তিয়াগোতে শলৎস বলেন, ইউক্রেনের জন্য অস্ত্রের প্রশ্নে সিরিয়াস বিতর্কের প্রয়োজন।

ভারত জোড়ো যাত্রায় কী পেলেন রাহুল গান্ধী?

নয়াদিল্লি ঃ ১৩৫ দিন ধরে পদযাত্রা করে কশ্মীরের লালচকে ভারত জোড়ো যাত্রা শেষ করলেন রাহুল গান্ধী। রাহুল কি মানুষের আস্থা পেলেন?

জওহরলাল নেহরু তার মেয়ে ইন্দিরাকে জেলে থাকার সময় ভারত চিনিয়েছিলেন। তার সেই ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া আজও অন্যতম বেস্টসেলার। রাহুল গান্ধী তার প্রপিতামহের লেখা বই ভালো করে পড়েছেন। কিন্তু রাজনীতি তো পুঁথির পড়া নয়, রাজনীতিতে মানুষের কাছে যেতে হয়, তাদের পাশে পেতে হয়। তাদের কথা জানতে হয়। এতদিন রাহুল গান্ধী রাজনীতিটা করে এসেছেন পার্ট টাইম জব হিসাবে। জন্মদিনে অথবা মন চাইলেই ছুটি কাটাতে চলে গেছেন ইউরোপে। প্রতিবারই বিজেপি'র খোঁচা হজম করতে হয়েছে কংগ্রেসকে। পাপ্পু (এই নামেই বিজেপি ডাকে তাকে) কোথায়, এই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জেরবার হয়েছেন নেতারা।

ভোট এলে কয়েকটা জনসভা করা, মাঝেমধ্যে লোকসভায় হঠাৎ কিছু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল রাহুলের রাজনৈতিক বিচরণ। সেই রাহুলই গত ১৩৫ দিন ধরে কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা করে পায়ে হেঁটে পৌঁছালেন কাশ্মীর। ১২টা রাজ্য ও দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে তিন হাজার ৯৭০ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে পেরিয়েছেন রাহুল।

হাঁটতে হাঁটতে তার দাড়ি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। পদযাত্রায় তাকে দেখা গেছে প্যান্টের উপরে একটা হাফ হাতা টি শার্ট পরেছেন তিনি। প্রবল শীতের মধ্যেও গরম পোশাক দূরস্থান, ফুলশার্টও পরেননি। কেন? রাহুল বলেছেন, ''আমি যখন মধ্যপ্রদেশ পৌঁছালাম, তখন তিনটি বাচ্চা মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। তাদের গায়ে ছেঁড়া পোশাক। তারা শীতে কাঁপছিল। সেদিনই ঠিক করলাম, শীতে শরীরে কাঁপন ধরার আগে পর্যন্ত গরম জামা পরব না। আমি ওদের জানাতে চাই, ওদের সঙ্গে আছি।'' রাহুলের বক্তব্য, ''আমি গরম পোশাক পরলাম কিনা, সেটা বড় ব্যাপার নয়, বড় বিষয় হলো, এই বাচ্চারা, এই গরিব মানুষেরা কেন গরম জামা পরতে পারবেন না?''

অবশেষে এক রাজনীতিক রাহুলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, যিনি মানুষের পাশে থেকে,

(শেষ পৃষ্ঠা ২ এ)

তিন দিনে আদানি গ্রুপের লোকসান ৬৫ বিলিয়ন ডলার

মুম্বাইঃ হিনডেনবার্গ রিসার্চের প্রতিবেদনের পর ভারতের আদানি গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারমূল্য তিন দিনে প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলার কমেছে। এদিকে, ফোর্বসের বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির তালিকায় গৌতম আদানি তিন থেকে আটে চলে গেছেন।

এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি গৌতম আদানির প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে রিপোর্ট প্রকাশ করে নিউইয়র্কভিত্তিক শর্টসেলার হিনডেনবার্গ। এতে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে 'কর্পোরেট জগতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজির' অভিযোগ আনা হয়। এছাড়া আদানি গ্রুপের ঋণের পরিমাণ ও তাদের ট্যাক্স হেভেন ব্যবহার নিয়েও তথ্য প্রকাশ করা হয়। রোববার বিকালে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে আদানি গ্রুপ হিনডেনবার্গের বিরুদ্ধে ভারত ও তার প্রতিষ্ঠানের উপর হামলার অভিযোগ আনে। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার ঐ বিবৃতিতে আদানি জানায়, তারা স্থানীয় আইন মেনে সবকিছু করেছে। এছাড়া আইন অনুযায়ী যেসব তথ্য প্রকাশ করার কথা তা করেছে। আদানির বিবৃতির জবাবে সোমবার হিনডেনবার্গ জানায়, আদানির বিবৃতি মোটামুটি তাদের (হিনডেনবার্গ) দেয়া তথ্যই নিশ্চিত করেছে। এছাড়া আদানি মূল প্রশ্নগুলোর জবাব এড়িয়ে গেছে বলেও মনে করছে হিনডেনবার্গ। আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আদানি ট্রান্সমিশন ও আদানি টোটাল গ্যাসের শেয়ারমূল্য সোমবার ২০ শতাংশ পড়ে যায়। এছাড়া আদানি গ্রিন এনার্জির শেয়ারের মূল্য কমেছে ১৬ শতাংশ।

সাবেক ইউরেনিয়ামের খনিতে বনায়নের উদ্যোগ

বার্লিন ঃ বিশ্বের অনেক জায়গায় খনন বা অন্যান্য কার্যকলাপের কারণে মাটির ক্ষতি হয়। জার্মানির গবেষকরা প্রাকৃতিক কৌশল প্রয়োগ করে এমন জমিতে আবার গাছপালা বা আস্ত জঙ্গল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন। সাবেক ইউরেনিয়াম খনিতে পরিমাপের কাজ চলছে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে এরিকা কোটে কিছু স্বেচ্ছাসেবী মানুষের সঙ্গে মিলে সেখানে প্রায় ২০০ অ্যাল্ডার, বার্চ এবং উইলো গাছ পোঁতেন।

মাটিতে হেভি মেটাল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সেই কাজ করেন। গাছগুলি স্বাভাবিকভাবে বড় হলে কয়েক বছর পর সেগুলির কাঠ কেটে আগুন জ্বালানো যাবে বলে আশা করা হয়েছিল। তবে এমন মাটিতে সেটা আদৌ সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সংশয় ছিল। এরিকা কোটে জায়গাটিকে ঠিক মাটি বলতেই প্রস্তুত নন। তার মতে, বেড়ে ওঠা জমি একেবারে অন্যরকম দেখতে।

শাকসবজি বা ফল চাষের প্রশ্নই ওঠে না, যদিও ইউরেনিয়াম খনি বন্ধ হবার পর এই জমির সংস্কার করে সেখানে দূষণহীন মাটি ঢালা হয়েছে। ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক টর্স্টেন শেফারব বলেন, ''যেমনটা দেখছেন, এই হ্রদকে ঘিরে উদ্ভিদ জগত শিকড় ছড়িয়েছে। অর্থাৎ গাছপালা এই অংশকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। আরও নীচের দিকে দেখলে বালুময় উপাদান পাওয়া যাবে। সর্বশেষ তুষার যুগে এই স্তর গড়ে উঠেছিল। এখানে প্রায় কোনো শিকড়ের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। এখানকার পিএইচ ভ্যালুও অত্যন্ত কম। মোটকথা গাছপালা এই এলাকা পছন্দ করে না।'' পিএইচ ভ্যালু কম হবার অর্থ জমিতে অম্ল রয়েছে। যে সব ধাতু সাধারণ অবস্থায় শক্ত থাকে, সেগুলি এখানে গলে গিয়ে জমির মধ্য দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্গে মিশে যায়। এভাবে সেগুলি গাছপালার মধ্যেও প্রবেশ করে। টর্স্টেন শেফার বলেন, ''সে কারণে আমরা আমাদের পরীক্ষার আওতায় এমন মাটির মিশ্রণ সৃষ্টি করি, যার মধ্যে সামান্য চুনও থাকে। চুন পিএইচ বাফার হিসেবে কাজ করে, যাতে গাছপালা বেড়ে ওঠার পরিবেশ শুধু আদর্শ নয়, বরং আরও উন্নত হতে পারে।''

অর্থাৎ জমি অম্লমুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু ইয়েনার গবেষকরা শুধু তাতেই সন্তুষ্ট নন। মাটি থেকে ধাতু আলাদা করতে তাঁরা সেই ধাতুকে আবার শক্ত করতে চান। ছত্রাক নাকি সেই কাজ করতে পারে। ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজিস্ট এরিকা কোটে বলেন, ''ছত্রাক প্রকৃতির মধ্যে এমনিতেই সিম্বায়োসিসের মাধ্যমে পানি ও ধাতব উপাদান গাছের মধ্যে টানে বলে সেটি কিছুটা ফিল্টার হিসেবেও কাজ করে। ছত্রাক যে উপাদান গাছে চালান করে না, গাছ তা গ্রহণও করে না। অর্থাৎ ছত্রাক না থাকলে গাছে আরও বেশি হেভি মেটাল প্রবেশ করতো।''

সেখানকার মাটিতে জীবাণুর কার্যকলাপ তরান্বিত করতে বিজ্ঞানীরা প্রতি বছর বিশেষ ধরনের মাইক্রোঅরগ্যানিজম যোগ করেন। এরিকা কোটে বলেন, ''জঙ্গলে বিশেষ গাছের নীচে বিশেষ ছত্রাক থাকে। লার্চ বোলেটাস বা বার্চ মাশরুমের নাম শুনলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। লার্চ বা বার্চ গাছের কোলে সেগুলি পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের এমন ছত্রাকের সন্ধান করতে হবে, যেগুলি নির্দিষ্ট গাছের সঙ্গে সংলাপ চালাতে পারে।''

মন্তব্য অসমের নিয়োগে বিনিময় কেন্দ্র গুলোকে জেলা যুব কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তর করার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ডিব্রুগাড়ের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের নিয়োগে বিনিময় কেন্দ্র গুলো ইতিবাচক কারণে বর্তমান অচল হয়ে রয়েছে। ফলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সেন্টার অর্থাৎ নিয়োগে বিনিময় কেন্দ্র গুলোকে জেলা যুব কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া ডিব্রুগড়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত সোমবার ডিব্রুগড়ের জেলাশাসক কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অসম মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেবিনেট বৈঠকের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজ্যের যুবকযুবতীরা নিয়োগে বিনিময় কেন্দ্রে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত তথা সন্নিবিষ্ট করাতে পারছেন। ফলে বর্তমান নিয়োগে বিনিময় কেন্দ্র গুলো প্রায় অচল হয়ে গেছে। শুধুমাত্র যাদের আধার কার্ড নেই তারাই এই কেন্দ্রে আসছেন। সেটাও আগামী এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে এই কেন্দ্র গুলোকে জেলা যুব কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই জেলা যুব কল্যাণ কেন্দ্রের অফিসার যুবক যুবতীদের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং করা ছাড়াও নিয়োগমেল আয়োজন এবং যুব সেবার কাজে নিজেদের ব্রত করবেন। জমুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ থানা নির্মাণের ক্ষেত্রে মৈত্রী নামের সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মৈত্রী সোসাইটির জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এর ফলে রাজ্যের প্রতিটি থানার পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে অধিক লাভজনক ফলাফল পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তিনি। তাছাড়া এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে নতুন উদ্যোগ প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী ১৬ মার্চ অসম বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ। আগামী ১০ মার্চ থেকে প্রস্তাবিত এই বাজেট অধিবেশনে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিভিন্ন বিভাগ তথা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জবহাগ বিহু উপলক্ষে আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসমে আসবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে ১০ থেকে ১৫ হাজার যুবক যুবতীরা ঢোলক বাজিয়ে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করবেন। গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ এই অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এই অনুষ্ঠান সুচারুভাবে আয়োজন করার লক্ষ্যে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার নেতৃত্বে চারজন সদস্যের একটি কেবিনেট সাব কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই কমিটির অন্যান্য সদস্য হিসাবে রয়েছেন মন্ত্রী কেশব মহন্ত, মন্ত্রী বিমল বরা এবং মন্ত্রী রণোজ পেগু। জপরবর্তী কেবিনেট বৈঠক নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান আগামী মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে ওদালগুড়ি জেলায় মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে পরবর্তী বাজেট অধিবেশন এবং সম্ভাব্য অসমের বন্যা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুয়াহাটির বাইরে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে অক্টোবর থেকে ফের রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জএদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডিব্রুগড় জেলার জন্য দুই হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বরাক উপত্যকায় নির্মাণ অব্যাহত থাকা মিনি সেক্রেটারিয়েট এর আদলে অর্থনৈতিক হাব হিসেবে পরিচিত ডিব্রুগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় নির্মাণ করা হবে। মাসে দুই তিনবার তিনি স্বয়ং নিজের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া সাংস্কৃতিক হাব হিসাবে প্রসিদ্ধ তেজপুরে একটি নতুন রাজভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ এই অবস্থায় থাকা বিভিন্ন কোয়ার্টার গুলোর স্থানে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি আট তলা বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে যেটা চিকিৎসা পরিকাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে জানান তিনি।

জঅন্যদিকে ডিব্রুগড় শহরে স্টেট অফ আর্ট ইনস্টিটিউট কনভেনশন সেঃটার নামে ১৫০০ আসন যুক্ত এবং ৫০০ আসন যুক্ত দুটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া নির্মীয়মান ৫০০০ হাজার দর্শকের জন্য খনিকর স্টেডিয়ামটিকে ১৫০০০ আসন যুক্ত হিসেবে বৃদ্ধি করা হবে। ডিব্রুগড় শহরের জন্য পাঁচ হাজার আসন অত্যন্ত কম বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডিব্রুগড় পুলিশ রিজার্ভের ময়দানে একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে যেটা স্টেট পুলিশ স্পোর্টস সেন্টার হিসেবে থাকবে।

জএকইভাবে ডিব্রুগড় শহরের জন্য তিনটি ফ্লাইওভার এবং পাঁচটি নদীতে নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে। ১৫ কিলোমিটার এবং ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দুটি সড়ক নির্মাণের ও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি নতুন বিষয়ের পাঠ্যক্রম শুরু করা হবে। অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি এবং জিওগ্রাফি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম শুরু হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে ডিব্রুগড় জেলা কারাগার অন্য স্থানে সরিয়ে এখানে একটি পার্ক নির্মাণ করার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বর্তমানের ক্ষণিকর পার্ক এবং লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া পার্কের জন্য পাঁচ কোটি টাকা করে মোট ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিব্রুগড় জেলার চৌকিডিঙি ময়দানে ফ্লাড লাইট এর ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

সরস্বতী পুজো মণ্ডপে ভাঙচুর বিরোধিতা করে মিছিল করলো ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা

শিলিগুড়ি। গতকাল শিলিগুড়ির আদর্শনগর এলাকায় একটি সরস্বতী পুজো মণ্ডপে ভাঙচুর চালায় দুস্কৃতীরা। সেই ঘটনারই বিরোধিতা করে এবং নিন্দা জানিয়ে শিলিগুড়িতে মিছিল করলো, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়। সেই মিছিল শহরের মূলপথ পরিক্রমা করে ফের হাশমি চকে গিয়ে শেষ হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এদিন তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তার পাশাপাশি এই ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ডিসিআর কাটতে না পেরে পঞ্চায়েত অফিসে তালা দিল ঠিকাদাররা

মালদাঃ গত সপ্তাহে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছিল টেন্ডার নোটিশ । কিন্তু তারপর থেকে এই টেন্ডারের অংশগ্রহণ করতে গেলে যে ডিসিআর এর প্রযোজন সেই ডিসিআর কাটতে পারছিলেন না স্থানীয় ঠিকাদারেরা। অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিভিন্ন রকম টালবাহানা করে স্থানীয় পঞ্চায়েত এর ঠিকাদারদের ডিসিআর দিতে। আর এর জেরে আজ পঞ্চায়েত অফিসে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার ঠিকাদার রা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর দু নম্বর ব্লক এলাকা দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে। যদিও এদিন সকাল থেকেই পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রধানসহ অন্যান্য আধিকারিকরা অনুপস্থিত ছিলেন। এদিকে আধিকারিকদের না পেয়ে সকাল থেকেই তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোপ প্রদর্শন করেন এলাকার ঠিকাদারেরা। ঠিকাদার রা অভিযোগ তোলেন প্রধান মোবারক হোসেন কাঠ মানির বিনিময়ে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে এই টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। তাই বাকিদের বঞ্চিত করেছেন।যদিও এ প্রসঙ্গে প্রধান মোবারক হোসেন কোন মন্তব্য করতে নারাজ।এ প্রসঙ্গে এক ঠিকাদার বাবর আলী জানান আমরা গত সপ্তাহে অনলাইনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজের জন্য টেন্ডার প্রকাশ হয়েছে দেখতে পাই। কিন্তু এই টেন্ডার জমা করার জন্য যে ডিসিআর কাটার প্রযোজন সেটা দিতে পঞ্চায়েত তালবাহানা করছে। আমরা এই প্রতিবাদে বিক্ষোভের সামিল হয়েছি।

এ প্রসঙ্গে বিডিও বিজয়গিরি জানান অভিযোগ হলে খতিয়ে দেখা হবে।

সাইকেল রাখার প্রতিবাদ করায় মারধরের অভিযোগ একদল যুবকের বিরুদ্ধে

মালদা। সাইকেল রাখার প্রতিবাদ করায় তারই এক আত্মীয়কে মারধরের অভিযোগ একদল যুবকের বিরুদ্ধে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছরিয়ে পরে মালদার মানিকচকের এনায়েতপুর অঞ্চলের রবিদাস পাড়া এলাকায়।জানা গেছে,আহত ব্যক্তির নাম সামু রবিদাস।আক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী মিলন রবিদাসের অভিযোগ, ছোটন রবিদাস সহ তার দলবল চুরি করা সাইকেল নিয়ে এসে দীলিপ রবিদাসের বাড়ির ঢুকার মূল রাস্তায় রাখে।অনেক বার নিষেধ করলেও জোর পর্বক সেখানেই সাইকেল রাখতেন ছোটন রবিদাস বলে অভিযোগ।আরো অভিযোগ,আক্রোশ বসত দীলিপ রবিদাসের স্ত্রী সনেফা রবিদাসকে ঘরে ঢুকে মারধর করে বেশ কয়েকজন বলে অভিযোগ।সেই সময় খবর পেয়ে তারই এক আত্মীয় সামু রবিদাস ঘটনা জানতে চাইলে।সামু রবিদাস পিছন থেকে লোহার রড নিয়ে হামলা করে ছোটন রবিদাস সহ বেশ কয়েকজন বলে অভিযোগ।ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে তরিঘরি মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজনেরা। বর্তমানে গুরুতর আহত মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন সামু রবিদাস।এদিকে ঘটনার বিবরন নিয়ে সামু রবিদাসের স্ত্রী মিলন রবিদাস মানিকচক থানার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।তৎপরতার সাথে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন মানিকচক থানার পুলিশ।

দীনবন্ধু মঞ্চে ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হতে চলেছে নাট্য উৎসবের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্দ্যোগে আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থানীয় দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলে পাঁচ সন্ধ্যায় দেবশঙ্কর এই নাট্য উৎসব।আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসব কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা গৌতম দেব জানান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন আন্তর্জাতিক মানের নাট্য ব্যক্তিত্ব সুবোধ পট্টনায়ক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন নাট্যকার চন্দন সেন।গৌতমবাবু এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান সত্যজিৎ রায় ফ্লিম ফেস্টিভ্যালের সার্থকতার পর এবার পাঁচ সন্ধ্যায় দেবশঙ্কর নাট্য উৎসব হতে চলেছে দীনবন্ধু মঞ্চে।এছাড়াও শেষ দিন নাটকের আড্ডা অনুষ্ঠিত হবে রামকিংকর হলে ।

সেরেঞ্জাবাড়ি দুর্গা মন্দির পরিদর্শন ও পুজো দিয়ে দূর্গাপুর অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

উত্তর দিনাজপুর ঃ সেরেঞ্জাবাড়ি দুর্গা মন্দির পরিদর্শন ও পুজো দিয়ে দূর্গাপুর অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করলেন মঙ্গলবার ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার বিধানসভার বিধায়ক মোশারফ হুসেনের নেতৃত্বে দিদির দূতেরা দূর্গাপুর অঞ্চলের বেকিডাঙা, হাসুয়া, সেরেঞ্জাবাড়ি, কমলাই, গন্ডাহার, সাদাপুর সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের সঙ্গে জনসংযোগ করতে করতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ব্যান্ডপার্টি বাজনার তালে তৃণমূলের পতাকা হাতে উচ্ছাসে মাততে দেখা যায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের। বিভিন্ন গ্রামে পৌচ্ছাতেই এলাকার মহিলারা ফুলের মালা পরিয়ে অব্যর্থনা জানায় দিদির দূতদের। পাশাপাশি এদিন দূর্গাপুর অঞ্চলের কুকড়াকুন্ডা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর পরিদর্শন করে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে, মিড ডে মিলের গুনগত মান সহ পরিষেবার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন বিধায়ক। গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের সাথে জনসংগ সহ পথসভার মাঝে আটঘোড়িয়া এলাকায় সাধারণ গ্রাম বাসীর বাড়িতে উঠুনে বসে পাত পেরে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দুপুরের আহার সারতে দেখা যায় বিধায়ককে। এরপর বিকেলে দূর্গাপুর লাইন বাজার এলাজায় জনসংযোগ পদসভার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের কথা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন বিধায়ক সহ উপস্থিত তৃণমূল নেতারা। শেষে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠিক আলোচনা সেরে হাসুয়া গ্রামে গ্রামে নৈশভোজ ও রাত্রি বাস করবেন বলে জানান বিধায়ক মোশারফ হুসেন। বিধায়ক ছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি যোগেন্দ্র নাথ রায়, সহ সভাপতি কার্তিক দাস, ব্লক মহিলা সভানেত্রী পূজা দাস, পলাশ রায়, প্রশান্ত সরকার সহ দূর্গাপুর অঞ্চল ও ইটাহার ব্লক তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলো এক ব্যক্তি

শিলিগুড়ি । শিলিগুড়ি মহাকুমার নকশালবাড়ি স্টেশনের কাছে রথখোলায় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলো এক ব্যক্তি। নাম পবন ঘোষ বয়স আনুমানিক ৩৮ বছর। তার বাড়ি নকশালবাড়ি র উত্তর রথখোলা এলাকায়। লাইন পার হতে গিয়েই ট্রেনের ধাক্কায় জখম হন ওই ব্যক্তি তার একটি পা কাটা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।।

(পৃষ্ঠা ১এর শেষ) ভারতজোড়ো যাত্রায় কী ...

তাদের কথা শোনার জন্য পদযাত্রা করেন। দেখা করেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তার এই দীর্ঘ পদাত্রায় সামিল হন হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী, সেই সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ, কেউ সাধারণ, কেউ বা প্রতিষ্ঠিত। রাহুল ১১৩টা স্ট্রিট কর্নার মিটিং করেছেন, একশটা জায়গায় বসে মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। হাঁটতে হাঁটতে ২৭৫বার মতবিনিময় করেছেন নানাজনের সঙ্গে, ১৩টা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। তার যাত্রাপথে বিরোধী দলের নেতারা যোগ দিয়েছেন। কাশ্মীরের লালচকে পতাকা উত্তোলন করার সময় ২১টি দলকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১২টি দল য়োগ দেবে বলে জানিয়েছে। মোদ্দা কথা, ভারতজুড়ে এই পদযাত্রায় বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে চলতে চেয়েছেন রাহুল। ২০২৪এর জোটের কথা ভেবে। কিছু দল আসেনি। কিছু এসেছে। ঘটনা হলো, এরকম প্রয়াস রাহুল আগে কখনো করেননি। ২০২৪এর ভোটের পটভূমিতে তার এই প্রয়াস নিজের ও দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাহুল এটাও বোঝাতে পেরেছেন, মল্লিকার্জুন খাড়গে দলের সভাপতি হলেও তিনিই কংগ্রেসের মুখ। নিষ্ক্রিয় মুখ নন। সক্রিয়। আলস্য, উদ্যমহীনতা ঝেড়ে ফেলে তৎপর রাহুলকে এই রূপে বোধহয় এই প্রথমবার দেখা গেল।

এ সবই খুব ভালো কথা। কিন্তু সেইসঙ্গে আরেকটা প্রশ্নও তো অনিবার্যভাবে উঠে আসে। এতদিন রাহুলের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, তার প্রতি মানুষের আস্থা ছিল না। রাজনীতিক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি তিনি। তিনি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি। সোনিয়াতনয় রাজনীতিতে দাগ কাটতে পারছিলেন না। নেতৃত্ব দিতে পারছিলেন না। মুশকিল সেখানেই ছিল। এই যাত্রা কি রাহুলকে রাজনীতিক হিসাবে নতুন জন্ম দেবে? বলা মুশকিল। কারণ, এরপর তিনি কি করবেন, আবার শীতঘুমে চলে যাবেন, নাকি মানুষের পাশে থাকবেন, লড়াই করবেন, আস্থা পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। রাহুলের দল ডাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি কাশ্মীরে যাচ্ছে না। শুধু শরদ পাওয়ারের এনসিপি, লালুপ্রসাদের আরজেডি, শিবসেনা, ফারুক আবদুল্লার এনসি, মেহবুবা মুফতির দল, ঝাড়খণ্ড মক্তি মোর্চা, ডিএমকে, সিপিএম, সিপিআইয়ের মতো দলগুলিই কাশ্মীরে গিয়ে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু সোমবার সকাল থেকে কাশ্মীরে প্রচণ্ড বরফ পড়ছে। দৃশ্যমানতা কম। তাই একের পর এক বিমান বাতিল হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কতজন নেতা যোগ দিতে পারবেন, সেটা বলা মুশকিল।

কিন্তু রাহুল এখনো সেই জায়গায় পৌঁছাননি যে, তিনি ডাকলেই সব বিরোধী দল একজোট হবে। জোট করে লোকসভা ভোটে লড়বে। তিনি চেষ্টা করছেন এখন এইটুকই বলা যায়।

তিনি কি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ২০২৪ সালে টক্কর দিতে পারবেন? এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো সময় এখনো আসেনি। এই মুহূর্তে ভোট হলে বলতে হতো, তিনি টক্কর দিতে চাইবেন ঠিকই, কিন্তু সেটা হবে নেহাতই দুর্বল টক্কর। তবে রাজনীতিতে একটা বছর অনেক সময়। ফলে ভবিষ্যতে কী হবে তা এখন থেকে বলা মুর্খামি। এখন শুধু এটুকুই বলা যায়, রাহুল এই প্রথমবার রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করেছেন, তিনি সাড়া ভালো পেয়েছেন। কংগ্রেসকর্মীরা কিঞ্চিত চাঙ্গা হয়েছেন। ব্যস এইটুকু। এর বেশি এখন আর কিছু বলা যাচ্ছে না। মনে রখতে হবে, বিপক্ষে আছেন মোদী-শাহ। তাদের সঙ্গে লড়াই করে দলকে নির্বাচনে সাফল্যের মুখ দেখানো কঠিন, খুবই কঠিন কাজ। সেই কাজে এগোতে পারলে পাপ্পু থেকে রাহুল কুশলী রাজনীতিকে রূপান্তরিত হবেন। সে কাজে তিনি সফল হবেন কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে।

সরস্বতী পূজার মতই আদিবাসী সম্প্রদায়ের পূজিত হল বিদু চাঁদান বঙ্গা বুরু

মালদা ঃ সরস্বতী পূজার মতই আদিবাসী সম্প্রদায়ের পূজিত হল বিদু চাঁদান বঙ্গা বুরু।আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় হবিবপুর থানার অন্তর্গত উপরকেন্দুয়া এলাকায় আদিবাসী সমাজের বিদু চাঁদান বঙ্গা বুরু, পুজো অনুষ্ঠিত হলো । জানা যায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন যেমন হিন্দু সমাজে বিদ্যাদেবী সরস্বতী ঠাকুরকে পুজো করা হয় তেমনি আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষ বিদু চাঁদান বঙ্গা বুরু নামে দেবতা কে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ জ্ঞান দেবতা বলে মানেন তাই পুরনো রীতি মেনেই এদিন হবিবপুর ব্লকের আইহো উপর কেন্দুয়া গ্রামে পূজিত হল বিদু চাঁদান বঙ্গা বুরু।সকলে ফলমূল সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে এসে আদিবাসী ভাষায় ধামসা মাদল বাজিয়ে আদিবাসী মহিলারা লাল পাড় শাড়ি পড়ে এই পুজোতে যোগদান করেন বিভিন্ন রীতি মেনেই পুজো বিভিন্ন রীতি মেনেই মঙ্গলবার দুপুরে এ পূজা সম্পন্ন করা হয়। এই পুজো বেশ জাক জমক করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ পুজো করেন।বহু বছর ধরে এইপুজো করে আছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ করে আসছেন

সরকারি জমি দখল করে গজিয়ে উঠে সকল ক্লাবগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালায় ইসলামপুর পৌর প্রশাসন

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর শহরে পৌর এলাকায় যে সকল ক্লাব অবৈধভাবে সরকারি জমিতে জমি দখল করে গজিয়ে উঠেছিল সেই সকল ক্লাবগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালায় ইসলামপুর পৌর প্রশাসন মহকুমা প্রশাসন ও পি ডব্লিউ ডি এবং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সকল ক্লাব ঘরগুলিকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মতো আজ ইসলামপুর শহরের বিদ্রোহী ক্লাব ও সুকান্ত সংঘ নামে দুটি ক্লাব নিজেরাই সরকারি জমিতে নির্মিত নির্মাণকাজ ভেঙে জমি খালি করার কাজ শুরু করেছে। একদিকে যেখানে সুকান্ত ক্লাব নিজেরা সরকারি জমি খালি করতে ক্লাবের নির্মাণকাজ ভেঙ্গে দেওয়ার কাজ করছে, অন্যদিকে ক্লাবের কাঠামো ভাঙতে প্রশাসন ও পৌরসভার সহযোগিতা চেয়েছিল বিদ্রোহী সংঘ নামে অপরে ক্লাব। বিদ্রোহী সংঘের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের জেসিবি মেশিন বিদ্রোহী ক্লাবে পৌঁছে ক্লাবের সদস্যদের সহায়তায় ও উপস্থিতিতে ক্লাবের কাঠামো ভাঙার কাজ করা হয়। বিদ্রোহী ক্লাবের তরফে সুব্রত সরকার জানান, প্রশাসনকে সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে, তবে প্রশাসনের কাছে দাবি রয়েছে তাদের ক্লাবের জন্য বিকল্প জায়গা দেওয়া হোক, যাতে তারা দূর্গা পূজার মতো পূজা এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচারঅনুষ্ঠান করতে পারে এবং তাদের ক্লাব যেসব সামাজিক কাজ করছেন সেসব সামাজিক কাজ ভালোভাবে করতে পারে। অন্যদিকে, ইসলামপুর পৌরসভার আধিকারিক বাবলু নাথ জানান, ক্লাব ভাঙতে বিদ্রোহী ক্লাবের সদস্যরা নিজেরাই পৌরসভার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, সে অনুযায়ী প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেসিবি পাঠানো হয়েছে এবং ক্লাব সদস্যদের সহযোগিতায় ক্লাব ভাঙার কাজ

সিকিমমহানন্দা এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেনে তল্লাশি, উদ্ধার মোট ৩৯ কেজি গাঁজা

শিলিগুড়িঃ দিল্লিগামী সিকিমমহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমানে গাঁজা (Cannabis) উদ্ধার করল জিআরপি শিলিগুড়ি। জানা গেছে ১৫৮৪৩ ডাউন সিকিমমহানন্দা এক্সেপ্রেসে রুটিন তল্লাশি চালাতে গিয়ে সিটের নীচে সন্দেহজনক তিনটি ব্যাগ নজরে আসে পুলিশকর্মীদের। এরপরই ব্যাগের মালিকের খোঁজ না মেলায় সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এরপরই ব্যাগ খুলতে দেখা যায় ব্যাগের ভিতরে রয়েছে প্রচুর পরিমানে গাঁজা। মোট গাজার পরিমাণ ১৪ কেজি। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান ভিন রাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যেই ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনায় কাওকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি জিআরপি। অন্যদিকে এদিন উত্তরবঙ্গের আরও বেশ কয়েকটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি উদ্ধার করে মোট ২৪ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা। এর মধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে উদ্ধার হয় ২ কেজি গাঁজা, নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে ১৩ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা এবং মালদা স্টেশন থেকে উদ্ধার হয় ৮ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা। এই তিনটি ঘটনাতেই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

দুটি গাড়ি সহ প্রায় এক কোটি টাকার বার্মাটিক কাঠ উদ্ধার, গ্রেফতার ২

শিলিগুড়ি। কন্টেনারে করে কাঠ পাচারের ছক কষেসেছিল পাচারকারীরা। অবশেষে শুক্রবার ভোররাতে সেই ছক ভেস্তে দিল বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের বেলাকোবা বনদপ্তরের কর্মীরা।শুক্রবার ভোররাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বেলাককবা রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের পানীকৌড়ি এলাকা থেকে ১৪ চাকার একটি কণ্টেনার এবং ১৪ চাকার একটি লরি আটক করে বেলাকোবা বনদপ্তর এর কর্মীরা। দুটি গাড়ি থেকে প্রায় এক কোটি টাকার বার্মাটিক কাঠ উদ্ধার হয়। জানা গেছে গৌহাটি থেকে কলকাতায় পাচারের উদ্দেশ্যে কাঠগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল সাজিন তিনি কেরালার বাসিন্দা। শংকরা গঙ্গা রাজু, অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা যায়।আগামীকাল ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ২৬ তম বস্তি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৬ তম বস্তি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আযোজন করা হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় মোট ৩১৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। মূলত ২১ টি ইভেন্টের আযোজন করা হয়েছে এই প্রতিযোগিতায়। ২৭,২৮ এবং ২৯ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই ক্রিয়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান পতুল চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ডেপুটি মেয়র এবং ক্রিয়া বিষয়ক মেয়র পরিষদ রঞ্জন সরকার, উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিসব মানিক দে। এছাড়াও শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের বরণ করে নেন শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের কর্মীরা এরপর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রেন ব্যাটালিয়নের ব্যান্ডের পক্ষ থেকে স্যালুট জানানো হয়। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মেয়র গৌতমদের পতাকা উত্তোলন করেন এবং শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা ছেড়ে এই প্রতিযোগিতা শুভ সূচনা করে।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে শামিল বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ এর ঘটনা

জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা এই অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধের শামিল। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এই পথ অবরোধ বলে স্থানীয়রা জানান। পানিকৌরি মোড় থেকে হরিহর হাই স্কুল মোর পর্যন্ত বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন রাস্তার উপরেই বসে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের একাংশের। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তার এই বেহাল দশা। বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কোথাও রাস্তা আটকে বিক্ষোভ আবার কোথাও রাস্তার উপরে বসে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা বলে জানান বাসিন্দারা।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারল্লার বাড়ির সামনে ধননায় বসলো চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সদস্যরা

জলপাইগুড়ি। গত ১১ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারে সভা করতে এসে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বংদ্যোপাধ্যায়। তিনি মাল বাজারে সভা মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য চা বাগানগুলির মানুষের নানান সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তিনি সময়সীমা বেধে দিয়েছিলেন সেই সময়ের মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় সরকার চা বাগানের মানুষের কথা না ভাবে তবে তিনি বিজেপির এমএলএ এমপি মন্ত্রীদের বাড়ির সামনে ধরনায় বসা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেইমতো শুক্রবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ি জেলার বানাহাটের লক্ষীপাড়া চা বাগানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বাল্লার বাড়ির সামনে ধননায় বসলো তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি রাজেশ লাখ করার নেতৃত্বে এই ধরনায় বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ সংক্রান্ত সমস্যা হচ্ছে, পাশাপাশি বাজেটে চা বাগানগুলির জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও সেই টাকা, কোথায় গেল সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। আর এই সমস্ত একাধিক দাবি নিয়ে আগামী ১০ দিন জন বার্নার বাড়ির সামনে ধরো না চলবে বলে জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফ থেকে।

জিটিএ চুক্তি থেকে সই প্রত্যাহার করলো গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা

শিলিগুড়ি। জিটিএ চুক্তি থেকে সই প্রত্যাহার করলো গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। শুক্রবার সই প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে দলের তরফ থেকে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। তার দাবি, জিটিএ গোর্খাদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এতবছরেও তা কোনভাবেই গোর্খাদের উন্নয়নের পক্ষে কোনো কাজ করেনি। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১৮জুলাই শিলিগুড়ির পিন্টেল ভিলেজে কেন্দ্র,রাজ্য ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে এই চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল।

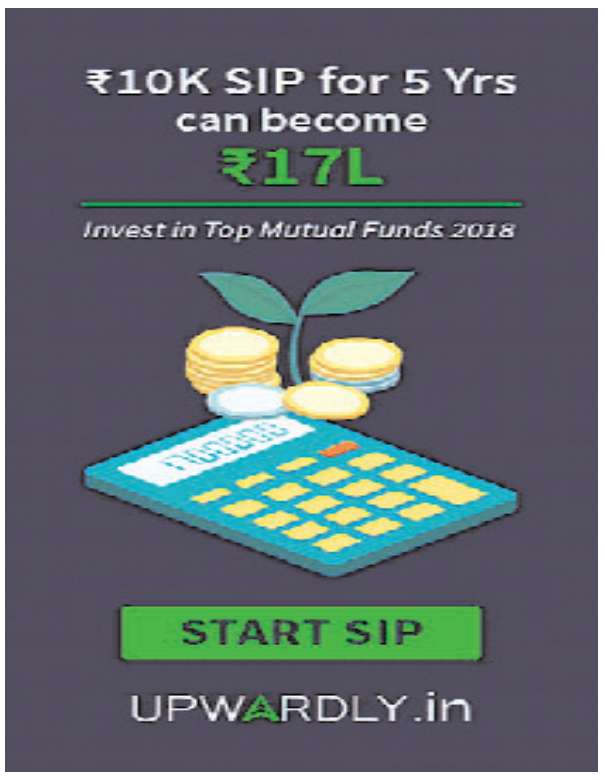

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বছরে ৩১৭ দিন মারাত্মক দূষিত থাকে ঢাকার বায়ু

ঢাকা ঃ দূষণের মানমাত্রা বিবেচনায় বছরের বেশির ভাগ সময় 'অস্বাস্থ্যকর'থাকে রাজধানী ঢাকার বাতাস। মাঝেমধ্যে এটা 'বিপজ্জনক'পর্যায়ে গিয়েও ঠেকে। বিশেষত শীতকালে বায়ুদূষণ পরিস্থিতি থাকে সবচেয়ে খারাপ।

৪৮ দিন ছাড়া বছরের বাকি ৩১৭ দিন ঢাকার বাতাস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্মল বায়ুর মানমাত্রার চেয়ে খারাপ থাকে। এক গবেষণায় উঠে এসেছে, স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে শীতকালে ঢাকার বাতাস ১৬ গুণ বেশি দূষিত থাকছে।

গতকাল রোববার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত কর্মশালায় গবেষণার এ তথ্যউপাত্ত তুলে ধরা হয়। বেসরকারি সংস্থা ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম এই কর্মশালার আয়োজন করে। ঢাকা শহরের জল, বায়ু ও শব্দদূষণবিষয়ক পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গবেষণাটি করা হয়েছে। গবেষণায় ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ঢাকা শহরের নির্বাচিত ১০টি এলাকা থেকে শব্দ ও বায়ু মানের নমুনা সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর ডায়িং, নৌযান ও ট্যানারি দূষণের চারটি এলাকা থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেন গবেষক দল। একই সঙ্গে গবেষণায় নদীপারের সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজের মতামত গ্রহণ ছাড়াও এসংক্রান্ত নীতি, আইন ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কর্মশালায় গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল তুলে ধরে বলা হয়, মূলত বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণকাজের ধুলা, মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির ধোঁয়া, ইটভাটাসহ শিল্পকারখানার ধোঁয়া থেকে এই দূষণ হয়।

গবেষণায় উঠে এসেছে, বছরের অর্ধেক সময় ঢাকার সবচেয়ে দূষিত বায়ু থাকে শাহবাগ এলাকায়। বর্ষায় সবচেয়ে দূষিত বায়ু মিরপুরের। বর্ষার পরের সময়টাতে তেজগাঁওয়ে বাতাস সবচেয়ে দূষিত থাকে। দূষণ রোধে সরকারি সংস্থার অবহেলা সবচেয়ে বেশি দায়ী। অনেক ক্ষেত্রে খোদ সরকারি সংস্থাগুলো বায়ুদূষণ করছে।

ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিলের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান হাওলাদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। কর্মশালায় গবেষণার তথ্যউপাত্ত উপস্থাপন করেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহম্মদ কামরুজ্জমান মজুমদার ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক মো. নূরুল ইসলাম। মুজিবুর রহমান বলেন, এখানে উপস্থাপন করা তথ্যউপাত্ত দেশের সব নদীর চিত্র তুলে ধরে না। তবে এটাকে ঢাকার নদীর চিত্র তুলে ধরে এমন প্রতিনিধিত্বকারী তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যারা এই কাজটি করেছেন তারা প্রশংসার দাবি রাখেন। তবে দখলের কারণে নদীদূষণের তীব্রতা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, তা এ তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণে পাওয়া যায়নি। এ জন্য তিনি নদী দখল নিয়ে তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, নদী, জল, পরিবেশ নিয়ে দেশে আইন আছে। তবে এসব আইনের প্রয়োগ নেই, প্রয়োগ করার মানুষ নেই। আর মানুষ থাকলেও তাদের আইন প্রয়োগ করার সে সাহস নেই। প্রতিটি বিভাগের জবাবদিহির জায়গা নিশ্চিত করতে হবে, তাহলে পরিবেশ নিয়ে কাজ করে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, ঢাকার চারপাশের চারটি নদী দূষণ ও দখলের কারণে মৃত। অথচ আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করেছে। দেশের নদীগুলোর দূষণ কমাতে হলে দূষণকারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। নদী দূষণমুক্ত করার নীতির প্রচলন করতে হবে। কর্মশালায় মুক্ত আলোচনায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা বায়ু, শব্দ ও নদীদূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ব্যবসাবাণিজ্যের ঘাটে ঘাটে দুর্নীতি

ঢাকাঃ বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের পথে প্রধান বাধা দুর্নীতি। আর এই দুর্নীতি হয় ঘাটে ঘাটে। এর সঙ্গে জড়িত সরকারি কর্মকর্তাকর্মচারী এবং ব্যাংক ও আর্থিক খাতের ব্যক্তিরা। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি পণ্য ও সেবার দামও বেড়ে যচ্ছে। যার সর্বশেষ শিকার হচ্ছেন ক্রেতাভোক্তারা। এর সঙ্গে রয়েছে অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, ঋণপ্রাপ্তির অপর্যাপ্ততা ও অদক্ষ প্রশাসন। তবে দুর্নীতিই এখন দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) তাদের পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশে এই জরিপ পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশ করেছে। গত বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে তারা এই জরিপ করে। জরিপে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও সেবা খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৭৪ জন ব্যবসায়ী অংশ নেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৪.৬ শতাংশ জানিয়েছেন ব্যবসায় প্রসারের প্রধান বাধা এখন দুর্নীতি। এছাড়া ৪৪.৬ শতাংশ মনে করছেন ব্যবসায় আরেকটি বাধা অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুফল না পাওয়া। ৪৩.১ শতাংশ বলছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারনে তারা ব্যবসায় সুফল পাচ্ছেন না। আর ৩৮.৫ শতাংশ বলছেন মূল্যস্ফীতির কারনে তারা ব্যবসায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ৭৫ শতাংশ ব্যবসায়ী আমদানিরপ্তানিতে, ৫৪ শতাংশ লাইসেন্স নিতে, ৪৯ শতাংশ গ্যাসবিদ্যুৎপানির সংযোগ নিতে এবং ৪৮ শতাংশ কর দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির কথা বলেছেন। সিপিডি বলছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশের অগ্রগতি দেখা দেখা যায়নি। হয় এটি স্থবির ছিল, নতুবা আগের তুলনায় খারাপ হয়েছে। সিপিডি বলছে, দুর্নীতির কারণে শুধু উৎপাদন খরচ নয়, পণ্য ও সেবার দামও অনেকখানি বেড়ে যায়। এর একটি অংশ সাধারণ মানুষের ওপরই পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতি হলে শুধু ব্যবসার পরিবেশ নয়, অর্থনৈতিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপেশাদার আচরণ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। দুর্নীতির পাশাপাশি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ব্যবসাকে আরো সমস্যায় ফেলছে বলে জানিয়েছে সিপিডি। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে বৈদেশিক মুদ্রার উত্থানপতন, আমলাতন্ত্র ও মূল্যস্ফীতি। আর বড় ব্যবসায়ীদের জন্য এসবের পাশাপাশি অবকাঠামোর অপ্রতুলতা সমস্যার সৃষ্টি করছে। জরিপটি উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন,সারাদেশে যে ব্যাপকহারে দুর্নীতি হচ্ছে এটা তারই প্রতিফলন। আমরা এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বলছি। এর সঙ্গে সরকারি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লোকজনই জড়িত। এই দুর্নীতির ফলে ব্যবসার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ব্যবসা সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সামাগ্রিক অর্থনীতিতে। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এর ফলে ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছেন তা নয়, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যবসায় অদক্ষতা তৈরি হচ্ছে এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসা দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন ব্যবসায়িরা। তিনি বলেন, এর পিছনে রয়েছে সুশাসন এবং আর্থিক সুশাসনের অভাব। এর ফলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। সরকার যেটাকে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু এটা দূর করতে না পারলে বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য আরো কঠিন হয়ে পড়বে। এফবিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক মো. হেলালউদ্দিন বলেন,ব্যবসার এমন কোনো খাত নেই যেখানে আমাদের টাকার লেনদেন করতে হয় না। আমাদের ঘাটে ঘাটে পয়সা দিতে হয়। যেমন এলসির কথাই ধরুন। বড় বা প্রভাবশালীরা হয়তো পার পেয়ে যান কিন্তু যারা ছোট ব্যবসায়ী তাদের উপায় নেই, এলসি খুলতে আর্থিক লেনদেন করতেই হবে। এগুলো বলতেও লজ্জা লাগে। ২০ হাজার ডলারের এলসি করতে হলে তাদের ব্যাংকে ৪০ লাখ টাকা জমা রাখতে হবে। তার কথা, নতুন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নিতে আবার নানা প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তিপত্র লাগে। তার প্রতিটি ঘাটেই পয়সা দিতে হয়। আর পণ্য পরিবহনেও পথে পথে চাঁদা দিতে হয়। ফলে যা হয় খরচ বেড়ে যায়। আমি ব্যবসায়ী হিসেবে যেহেতু চাঁদা দিয়েছি তাই আমরা তা আদায় করি ভোক্তা বা ক্রেতাদের কাছ থেকে। তিনি বলেন,বিষয়গুলো আমরা এফবিসিসিআইয়ের মাধ্যমে বার বার সরকারের বিভিন্ন মহলে এই দুর্নীতি ও হয়রানির কথা জনিয়েছি কিন্তু কোনো ফল পাইনি। কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশল অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, ব্যবসায়ীরা ঘাটে ঘাটে যে টাকা দেন তা তাদের খরচের মধ্যেই ধরেন। ফলে এই দুর্নীতির মূল্য পরিশোধ করতে হয় ক্রেতাদেরই। হয়তো জরিপ করলে দেখা যাবে ইউক্রেন যুদ্ধের চেয়ে ও এই দুর্নীতি পণ্যমূল্য বাড়ার পিছনে বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন,এলসিতে দুর্নীতির কারণে আমদানি করা সব পণ্যের দামই প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি। আবার দেশে উৎপাদিত পণ্যের দামও দুর্নীতির কারণে প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

সি চিন পিংয়ের উষ্ণ উদ্বেগ

চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং হেইলংচিয়া, ফুচিয়ান, সিনচিয়াং, হ্যনান, বেইজিং ও সিছুয়ানের তৃণমূল পর্যায়ের ক্যাডার ও নাগরিকদের সঙ্গে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, বসন্ত উৎসবের সময় আমার তৃণমূল ক্যাডারের প্রতি আরো বেশি যত্নশীল ছিলাম। আগে আমি বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করতাম। এ বছর ভিডিও সংযোগের পদ্ধতিতে আমি আরো বেশি অঞ্চলের কমরেডদের খোঁজখবর নিয়েছি। যদিও আমরা মুখোমুখি হইনি, তবুও আমি বিভিন্ন অঞ্চলের বসন্ত উৎসবের স্বাদ পেয়েছি, সবার সুখ ও আনন্দ আমি অনুভব করতে পেরেছি। চীনের বিভিন্ন জাতির মানুষের মন সংযুক্ত হয়েছে। ছুসি ও বসন্ত উৎসব হলো চীনা জাতির ঐতিহ্যবাহী উৎসব ও পরিবারের সদস্যদের পুনর্মিলনের দিন। সি চিন পিং বলেন, আমার সবচেয়ে বড় আশা হলো সবাই একসঙ্গে আনন্দময় বসন্ত উৎসব কাটাবে। বিভিন্ন পর্যায়ের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বা সিপিসি'র কমিটি ও সরকারকে উৎসবের সময় বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও তাপ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান করতে হবে। বিশেষ করে নতুন পর্যায়ের মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। সব চীনা জনগণের আনন্দময়, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ বসন্ত উৎসব কাটানো নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, গেল বছর সহজ ছিল না। আমরা একসঙ্গে বিভিন্ন কঠিনতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি।

আমরা বিভিন্ন নতুন সাফল্য অর্জন করেছি। সবাই অবদান রেখেছেন। নতুন বছর আমরা অবশ্যই আরো বেশি সাফল্য লাভ করবো। ২০২২ সালের ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং শানসি প্রদেশের লিনফেন ও জিচং পরিদর্শন করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, জনগণকে সুখী জীবন উপহার দেওয়া হলো শতাব্দীব্যাপী সিপিসি'র নিরন্তর সাধনা। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব ভুলে যাওয়া যাবে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। ২০২১ সালের ৩ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি কুইচৌ প্রদেশের বিচিয়ে ও কুইইয়াংয়ে পরিদর্শন করেছিলেন। তখন তিনি বলেন, চীনা জাতি একটি বড় পরিবার। চীনে ৫৬টি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, ঠিক যেন ৫৬টি ফুল। সার্বিক স্বচ্ছল সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক আধুনিকায়ন গড়ে তোলায় কোনো জাতি পিছিয়ে থাকবে না। ২০২০ সালের ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সি চিন পিং ইউননান প্রদেশের থেংচং ও খুনমিং পরিদর্শন করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, নতুন যুগে চীনা বৈশিষ্ট্যময় সমাজতন্ত্র উন্নত করতে হবে। সচেতনভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নের পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে নতুন উন্নয়নের ধারণা বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের সিপিসি ও চীনের ইতিহাস শিখতে হবে এবং সিপিসি'র প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব বোঝাতে হবে। ২০১৯ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি তিনি বেইজিং শহর পরিদর্শন করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, একটি শহরের ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতি হলো শহুরে জীবনের অংশ। পুরানো শহর রূপান্তর করার পাশাপাশি আমাদের ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে হবে। জনগণের বসবাসের পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে। ২০১৮ সালের ১০ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি সিছুয়ান প্রদেশের লিয়াংশান ই জাতির স্বায়ত্তশাসিত বান্নার, আবা তিব্বতি ও ছিয়াং জাতির স্বায়ত্তশাসিত বান্নার ও ছেংতু শহরে পরিদর্শন করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন জাতির জনগণকে সুখী ও সুন্দর জীবন দেওয়া। চীনের অর্থনীতি দ্রুত প্রবৃদ্ধি থেকে উচ্চ মানে উন্নয়নের পর্যায়ে উঠেছে। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলো চীনের উন্নয়নের কৌশলগত উদ্দেশ্য। নাগরিকদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, সামাজিক নিশ্চয়তা ও সমাজের স্থিতিশীলতা বাড়াতে হবে। ২০১৭ সালের ২৪ জানুয়ারি তিনি হ্যপেই প্রদেশের চাং চিয়া খৌ শহর পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দারিদ্র্যবিমোচন, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অভিন্ন সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন হলো সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ও সিপিসি'র দৃঢ় প্রচেষ্টার লক্ষ্য। গ্রামের মৌলিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা জোরদার করতে হবে। কৃষকদের নেতৃত্বে সার্বিকভাবে দারিদ্র্যবিমোচন বাস্তবায়ন করতে হবে।

চীনা ভ্যাকসিনের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা কোনো মিথ্যা দিয়ে মুছে ফেলা যাবে না

'যুক্তরাষ্ট্র চীনা ভ্যাকসিন সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য ছড়িয়েছে।' আমেরিকান পাবলিক রেডিও (এনপিআর) সম্প্রতি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথের সহযোগী অধ্যাপক চেন শি'র কথার উদ্ধৃতি দিয়ে এক নিবন্ধে উপরোক্ত কথা উল্লেখ করেছে। আমেরিকান মিডিয়া ওই গুজব ছড়ানোর জন্য দায়ী বলে এ নিবন্ধে ধারণা করা হয়। চীনের মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নীতি সামঞ্জস্য করা হয়েছে এবং সারা বিশ্ব একে স্বাগত জানিয়েছে। তবে কিছু মার্কিন রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যম এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চীনের নতুন করোনাভাইরাসের টিকার বিরুদ্ধে নতুন দফার কালিমা লেপন করা এবং চীনের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি নিজেদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির স্বার্থ লাভের জন্য প্রচার করছে। চাইনিজ ভ্যাকসিন ভালো কি না, তা নির্ভর করে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের ওপর। বর্তমানে চীন বিশ্বের একমাত্র দেশ, যা নভেল করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের একাধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এখন মোট ১৩টি ভ্যাকসিন ব্যবহারের অনুমোদন পাওয়া গেছে। তার মধ্যে চীনা ভ্যাকসিনের গৃহীত নিষ্ক্রিয়করণ প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি পরিপক্ক ও স্থিতিশীল প্রযুক্তি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অনুশীলন উভয়ই প্রমাণ করেছে যে, চীনা ভ্যাকসিনগুলো নভেল করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডাবলিউএইচও'র নির্ধারিত মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যা রোগ, গুরুতর রোগ এবং মৃত্যু প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

রুবি
প্রাবন্ধিক

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামারীবিদ্যাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বেন কাউলিং এবং তার দল ২০২২ সালের শুরুর দিকে হংকংয়ের প্রায় ২০ হাজার রোগের নমুনা বিশ্লেষণের পর দেখেন যে, চীনের উৎপাদিত ভ্যাকসিন ৬০ বছরের কম বয়সীদের গুরুতর রোগ প্রতিরোধের দক্ষতা যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজার ও মডার্নার তৈরি আরএনএ ভ্যাকসিনের মতো সমান কার্যকর। অধ্যাপক বেন কাউলিংয়ের গবেষণার ফলাফল ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে 'ল্যানসেট সংক্রামক রোগ জার্নালে' প্রকাশিত হয়।

মানুষ মনে করে যে, কেন অনেক উন্নত দেশ প্রথমে কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরি করেনি? কারণ ভাইরাস নিষ্ক্রিয়করণ প্রযুক্তিটি পরিচালনা করা সহজ কাজ নয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বড় আকারে নভেল করোনাভাইরাসের রোগীর উপযোগী উচ্চস্তরের জৈব নিরাপদ উৎপাদন কর্মশালা তৈরি করা প্রয়োজন। এটি ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এর ফলাফলও নির্ধারণ করাও কঠিন। চীনের ব্যবস্থাগত সুবিধার উপর নির্ভর করে মহামারী মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সমাজের জন্য একটি কার্যকর পথ তৈরি করেছে চীন। বিশেষ করে চীনে ভ্যাকসিনের দাম ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত, শুধুমাত্র ২ থেকে ৮ সেলসিয়াসের তাপমাত্রায় তা সংরক্ষণ করা যায় এবং পরিবহন সুবিধাজনক। উন্নয়নশীল দেশগুলো এজন্য সহজে ভ্যাকসিন পেতে পারে।

নিরাপত্তার দিক থেকে বিবেচনা করে দেখা যায়, চীনা ভ্যাকসিন বহুবার পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে চীনে সম্পূর্ণ ডোজ টিকা দেওয়ার হার ৯২.৯ শতাংশ। ৬০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের টিকা দেওয়ার হার ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। চীন 'কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বাস্তবায়ন পরিকল্পনায়' যোগ দিয়েছে এবং ১২০টিরও বেশি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ২২০ কোটি ডোজ টিকা সরবরাহ করেছে। বর্তমান বিশ্বে যেসব দেশ চীনা ভ্যাকসিন ব্যবহার করে, সেসব দেশে কোনো ভ্যাকসিন নিরাপত্তা সমস্যা পাওয়া যায়নি।

যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রে কিছু লোক মার্কিন ভ্যাকসিনের কার্যকারিতার পক্ষে কথা বলেছেন। তবে কেন এখন এক্সবিবি১.৫ ভাইরাসের বংশ সেদেশে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা এত শক্তিশালীমার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে এক্সবিবি১.৫ যুক্তরাষ্ট্রে ৪৩ শতাংশ সংক্রমণ ঘটিয়েছে।

ভ্যাকসিন ভাইরাস মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের কিছু লোকের রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়। ভ্যাকসিন ভালো কি না, তা কারো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর নির্ভর

বসন্ত উৎসবে ভোগ নতুন বছরে চীনের অর্থনৈতিক প্রাণশক্তির প্রতিফলন

মাহমুদ হাশিম

২২ থেকে ২৮ জানুয়ারি ছিল চীনের বসন্ত উৎসব ও চান্দ্র নববর্ষের ছুটি। গোল্ডেন হলিডেতে সামগ্রিকভাবে চীনে ভোগব্যয় বেড়েছে এবং তা দেশের অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। এর ফলে চীনে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় শক্তি সঞ্চারিত হবে এবং তা বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনেও বড় ভূমিকা রাখবে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস তাই বলছে।

গোল্ডেন হলিডেতে চীনের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির কিছু সূচক সম্পর্কে আমরা চকিত দৃষ্টিপাত করতে পারি। ২৮ জানুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহব্যাপী ছুটির সময়, চীনের ভোগসম্পর্কিত খাতগুলোর বিক্রয় রাজস্ব গত বছরের বসন্ত উৎসবের ছুটির তুলনায় ১২.২ শতাংশ বেড়েছে।

এ বছরের বসন্ত উৎসবের ছুটির জন্য পর্যটন রিজার্ভেশন গত বছরের একই সময়ের থেকে ৪ গুণ বেড়েছে, গত তিন বছরে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখী উভয় ভ্রমণের সংখ্যা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

এবারের ছুটির প্রথম ছয় দিনে চীনের রেস্তোরাঁগুলোতে একাধিক ব্যক্তির ডাইনিং প্যাকেজের অর্ডার ২০২২ সালের একই সময়ের থেকে ৫৩ শতাংশ বেড়েছে।

উপরে উল্লেখিত তথ্যউপাত্তে চলতি বছরের বসন্ত উৎসবের ছুটিতে চীনে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধির আভাস স্পষ্ট।

তিন বছর ধরে চলা মহামারিকে পিছনে ফেলে চীন এবার যথাযথ কোভিড প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে প্রক্রিয়াটিকে কিছু শিথিল করে। এর ফলে অনেক মানুষ পারিবারিক পুনর্মিলনের জন্য তাদের নিজ শহরে ফিরতে পারেন। ছুটির দিনে, লোকেরা সিনেমা, রেস্তোরাঁ এবং বিভিন্ন ধরণের পর্যটন আকর্ষণগুলোতেও ভিড় করেন।

বসন্ত উৎসবের ছুটিতে চীনের সিনেমা হলগুলোতে ১২৯ মিলিয়ন টিকিট বিক্রি হয়েছে, যা ২০২২ সালের একই সময়ের থেকে ১১.৮৯ শতাংশ বেশি। আর এ খাতে চীনের বক্স অফিস আয় করেছে ৬.৭৬ বিলিয়ন ইউয়ান বা ৯৯৮.৪৯ মিলিয়ন ডলারের বেশি। এটি এই বসন্তে চীনের সাংস্কৃতিক ও পর্যটন শিল্পের শক্তিশালী পুনরুদ্ধারের একটি জোরালো সংকেত।

চলচ্চিত্রের মতোই ছুটির সময়কালে ভ্রমণের চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে। চীনের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, এ সময়ে প্রায় ৩০৮ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ হয়েছে, যা গত বছরের বসন্ত উৎসবের ছুটির থেকে ২৩.১ শতাংশ বেশি এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ৮৮.৬ শতাংশ বেশি।

চীনের অভ্যন্তরীণ পর্যটনের রাজস্ব এ সময় ৩৭৫.৮ বিলিয়ন ইউয়ানে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের থেকে ৩০ শতাংশ বেশি এবং ২০১৯ সালের চেয়ে ৭৩.১ শতাংশ বেশি।

চীনে ক্যাটারিং ব্যবসাও সপ্তাহব্যাপী ছুটিতে ভালো পুনরুদ্ধার অর্জন করেছে। ইয়েলপের চাইনিজ সংস্করণ ডায়ানপিং অনুসারে বসন্ত উৎসবের প্রাক্কালে রেস্তোরাঁর জন্য অনুসন্ধান গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫৭ শতাংশ বেশি হয়েছে।

এ সব কিছু চলতি বছর চীনের অর্থনীতিতে সার্বিক গতিশীলতা আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। চেজিং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ইনস্টিটিউটের মতে, চীনে মাথাপিছু ব্যয় ২০২৩ সালে এক বছর আগের তুলনায় ৮ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে ভোগ্যপণ্যের মোট খুচরা বিক্রয় বছরে ৭ থেকে ১১ শতাংশ বাড়বে। এর ফলে যে ২০২৩ সালে চীনের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার নিশ্চিত হবে শুধু তা নয়, এটি বিশ্ব অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের গ্লোবাল ইকোনমিক মনিটরিং ব্রাঞ্চের প্রধান হামিদ রাশিদ সিনহুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি মনে করেন চীনের অর্থনীতি সঠিক পথে রয়েছে। চীনের মুদ্রানীতিও যথার্থ। দেশটিতে অভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় বাড়ছে। বাড়ছে শিল্প বিনিয়োগও।

হামিদ রাশিদ বলেন, যদি চীনের অর্থনীতির এ ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে ২০২৩ সালে দেশটির প্রবৃদ্ধি ৪.৮ শতাংশ, এমনকি তার বেশিও হতে পারে।

অন্যদিকে, চীনের বহিঃপর্যটনের আকার বিশাল বলে এটি মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো পর্যটননির্ভর দেশগুলোর জন্য সুবিধা নিয়ে আসবে।

এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো ম্যানুফ্যাকচারিং অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভালো। তাই এ সব দেশের অর্থনীতির জন্যও চীন আশীর্বাদ নিয়ে আসবে ২০২৩ সালে।

চীন সরকারও অর্থনীতির এ গতিপ্রকৃতির বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ২৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী লি খ্যছিয়াংয়ের সভাপতিত্বে স্টেট কাউন্সিলের নির্বাহী সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে চীন তার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ স্থিতিশীল করবে।

বৈঠকে বসন্ত উৎসবের পরে দ্রুত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা ও উৎপাদন পুনরায় চালু করার এবং অভিবাসী কর্মীদের তাদের কাজে ফিরে যাওয়ার বা নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য ভাল পরিষেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলা হয় সভায়। ব্যবসা ও বিনিয়োগে আকর্ষণে স্থানীয় সরকারগুলোকে সহায়তা করা, পাইলট মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলোর ভূমিকা আরও ভালোভাবে নেওয়ার নির্দেশনা আসে সভা থেকে।

সাময়িকী

বছর শেষে রাশিয়া যুদ্ধকৌশল কতটা বদলে ফেলল

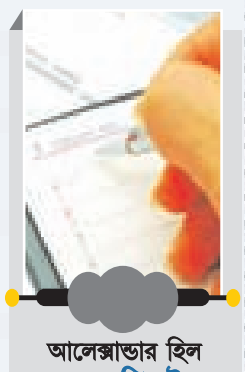

আলেক্সান্ডার হিল
কলামিস্ট

ভ্লাদিমির পুতিনের 'বিশেষ সামরিক অভিযান'-এর বছর পূর্তি হতে চলেছে। রুশ বাহিনী ইউক্রেনে যখন প্রথম আগ্রাসন শুরু করেছিল, তার থেকে এখন অনেকটাই ভিন্ন কৌশল নিয়ে লড়ছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কিয়েভে রাশিয়া যখন আক্রমণ শুরু করেছিল, তখন মনে হয়েছিল, জেলেনস্কি সরকারের উৎখাত করাই তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শিগগিরই রুশদের কিয়েভ থেকে পিছু হটতে হলো। ২০১৪ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য বেড়েছে, বিষয়টি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একেবারেই উপেক্ষা করেছিলেন কিংবা তাঁর কাছে সে ধরনের তথ্য গোপন করা হয়েছিল। এরপরও যুদ্ধ শুরুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রুশ বাহিনী পূর্ব ইউরোপের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূখণ্ড নিজেদের দখলে নিয়েছিল। যাহোক, রুশ বাহিনী শিগগিরই লড়াইয়ের মাঠে অগোছালো হয়ে পড়ে। রুশ বাহিনীকে হটিয়ে ২০২২ সালের শরৎকালে ইউক্রেনীয় বাহিনী বেশ কিছু ভূখণ্ড পুনর্দখলে নেয়। মস্কোর কৌশলগত যুদ্ধ কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কোনো পক্ষই এখন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তির মতো অবস্থায় পৌঁছায়নি। পশ্চিমা অনেক বিশ্লেষকের পূর্বাভাস সত্ত্বেও ইউক্রেনে রুশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েনি। এমনকি ছত্রভঙ্গ হতে পারে, এমন লক্ষণও নেই। কেন সেটা, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো ঃ উত্তর কিয়েভ থেকে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি বিপর্যয়। সেই বিপর্যয়ের ফলাফল হলো পূর্বাঞ্চলে রাশিয়া তাদের বাহিনী পুনঃ সংস্থাপন করেছে। সরল কথায় পুনঃ সংস্থাপনের অর্থ হলো রাশিয়া ওই অঞ্চলে সামরিক রসদ ও সরঞ্জামের সঙ্গে সেনাশক্তি বাড়িয়েছে। আবার দক্ষিণ ইউক্রেনের খেরসন থেকে রাশিয়ার সেনাদের পশ্চাদপসরণের ফলাফলও একই। বড় একটা যুদ্ধে লড়ার জন্য ইউক্রেনে তুলনামূলক অনেক ছোট বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল রাশিয়া। যদিও তথাকথিত সামরিক অভিযান শুরুর পর অনেকগুলো মাস পুতিন স্বীকার করেননি যে এটা সর্বাত্মক যুদ্ধ। কিন্তু পুতিন এখন নিশ্চিত করেই সেটা করছেন, তা সে কথায় কিংবা কাজে হোক। ইউক্রেনে রুশ সামরিক বাহিনীর বড় ধরনের শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে পুতিন তাঁর যুদ্ধকৌশলে পরিবর্তন এনেছেন। মজুত বাহিনী থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়ার পর ইউক্রেনে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের লোকবল বেড়েছে। এ মজুত বাহিনীর বেশির ভাগ অংশকে এখন পূর্বাঞ্চলে নিয়োজিত করা হয়েছে। সম্মুখসারির যোদ্ধাদের জন্য তারা প্রতিরক্ষাব্যূহ হিসেবে কাজ করছে। যুদ্ধে এ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানের মানে হচ্ছে, কমসংখ্যক সেনার প্রাণহানি এবং এক বছর আগের তুলনায় আক্রমণের জন্য বেশি পরিমাণ সম্পদের মজুত রয়েছে রাশিয়ার হাতে। রাশিয়ার এখনকার আক্রমণাত্মক অভিযানের বড় একটি লক্ষ্য হচ্ছে দোনেৎস্ক ও লুহানস্কের মতো নিজেদের অধিকারে নেওয়া ভূখণ্ড নিরাপদে রাখা। রাশিয়া তাদের আগ্রাসনের পেছনে এটিকেই শক্ত যুক্তি হিসেবে হাজির করতে পারে। দনবাসের বাখমুত অঞ্চলে রাশিয়ার বাহিনী খুব দ্রুত এগোতে পারছে না। কিন্তু রাশিয়ার বাহিনী অঞ্চলটি একপ্রকার গুঁড়িয়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। যুদ্ধের শুরুতে 'কমান্ড ও কন্ট্রোল'-এর যে সংকটে রাশিয়ার বাহিনী পড়েছিল, সে অবস্থা থেকে এখন অনেকটাই উত্তরণ হয়েছে। এর কারণ হলো অভিযানের ক্ষেত্র এখন অনেকটাই সীমিত করে ফেলেছে তারা। দেখা যাচ্ছে যে রাশিয়ার মজুত বাহিনী প্রথাগতভাবে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। নিবিড় প্রশিক্ষণও পায়নি তারা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখনকার যুদ্ধের যে কৌশল, তাতে তারা বেশ ভালোভাবেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। রুশ বাহিনী এখন ভারী অস্ত্র ও দূরপাল্লার গোলার যুদ্ধে বেশ ভালো অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে রাশিয়ার বাহিনী যেভাবে হামলা শুরু করেছিল, সেটা ১৯৯৪ সালে চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনিতে যে কৌশলে তারা আক্রমণ চালিয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর তারা কৌশল পাল্টে ভারী ও দূরপাল্লার গোলানির্ভর যুদ্ধে মনোনিবেশ করে।

পাঠকের চিঠি

একটু অক্সিজেনের জন্যে

দিনে দিনে করোনা সংক্রমণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বাড়ছে মৃত্যুর অশঙ্কাও। করোনা সংক্রমণ যেন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের। করোনা সংক্রমণে আক্রান্তদের জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে অক্সিজেনের। কিন্তু সম্প্রতি অক্সিজেন সংকট যেন বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্সিজেন সংকটের কথা মাথায় রেখে আজ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বৃক্ষের।কিন্তু বৃক্ষ রোপনের প্রতি আমজনতা যে কতটা উদাসীন তা আজ আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য আমরা শিক্ষিত বাঙালীরা অল্পবিস্তর জানি কিন্তু পরিবেশের প্রতি আমাদের সকলের দায়বদ্ধতা কতটুকু তা আমরা হয়তো ভুলেই গেছি। অনেক সময় নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থেকে আমরা সরে আসি। আজ যেভাবে পরিবেশ নিরন্তর দূষিত হচ্ছে তাতে আগামী প্রজন্মে মানুষের গড়আয়ু কমে আসছে। বিভিন্ন কঠিন বা মারণব্যধির সম্মুখীন হতে হয়েছে তার জন্যে দূষিত পরিবেশ যে অনেকাংশে দায়ী সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। আজ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষআবাদ, শিল্পস্হাপন,যথেচ্ছহারে গাছ কাটা,যানবাহনের ধোঁয়াকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রন না করার ফলে বাতাসে বিষাক্ত গাস ছড়িয়ে পড়ছে তার ভুক্তভোগী আজ আমরা সকলেই। যেভাবে গাছ কেটে মানব সভ্যতার ইমারত তৈরী হয়েছে সেখানে নতুন করে গাছ লাগানোর ইচ্ছে অনেকেরই থাকেনা। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে সকলের হাত যেন মুষ্টিবদ্ধ হয়। এ দায় আজ শুধু সরকারের না ,এ দায় আমাদের সকলের। তাই পরিবেশকে বাঁচাতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। ।বাঁচলে পরিবেশ, বাঁচবো আমরা..। একটি গাছ ,একটি প্রাণ এই শ্লোগানকে আমাদের সার্থক করে তুলতে হবে।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

জানা অজানা

তৃণমূল কংগ্রেস অসমের মুখপাত্রের দায়িত্ব শান্তনু মুখার্জীকে

গুয়াহাটি ঃ মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের অসম প্রদেশ কমিটির মুখপাত্রের দায়িত্ব পেয়েছেন শান্তনু মুখার্জি। সোমবার অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা দলীয় মুখপাত্র তথা মিডিয়া পেনালিস্ট হিসাবে শান্তনু মুখার্জিকে নিযুক্তি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত শান্তনু মুখার্জী দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের রাজনৈতিক জগতে সক্রিয় রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান করার পূর্বে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। অসম তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্রের দায়িত্ব পেয়ে শান্তনু মুখার্জী বলেন, দলের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শ সামনে রেখে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। তাছাড়া অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরার নেতৃত্বে দলের স্বার্থে ভবিষ্যতে যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়ে তিনি নিজের কর্ম তৎপরতা অব্যাহত রাখবেন বলে মন্তব্য করেছেন শান্তনু মুখার্জী। এক্ষেত্রে তিনি সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

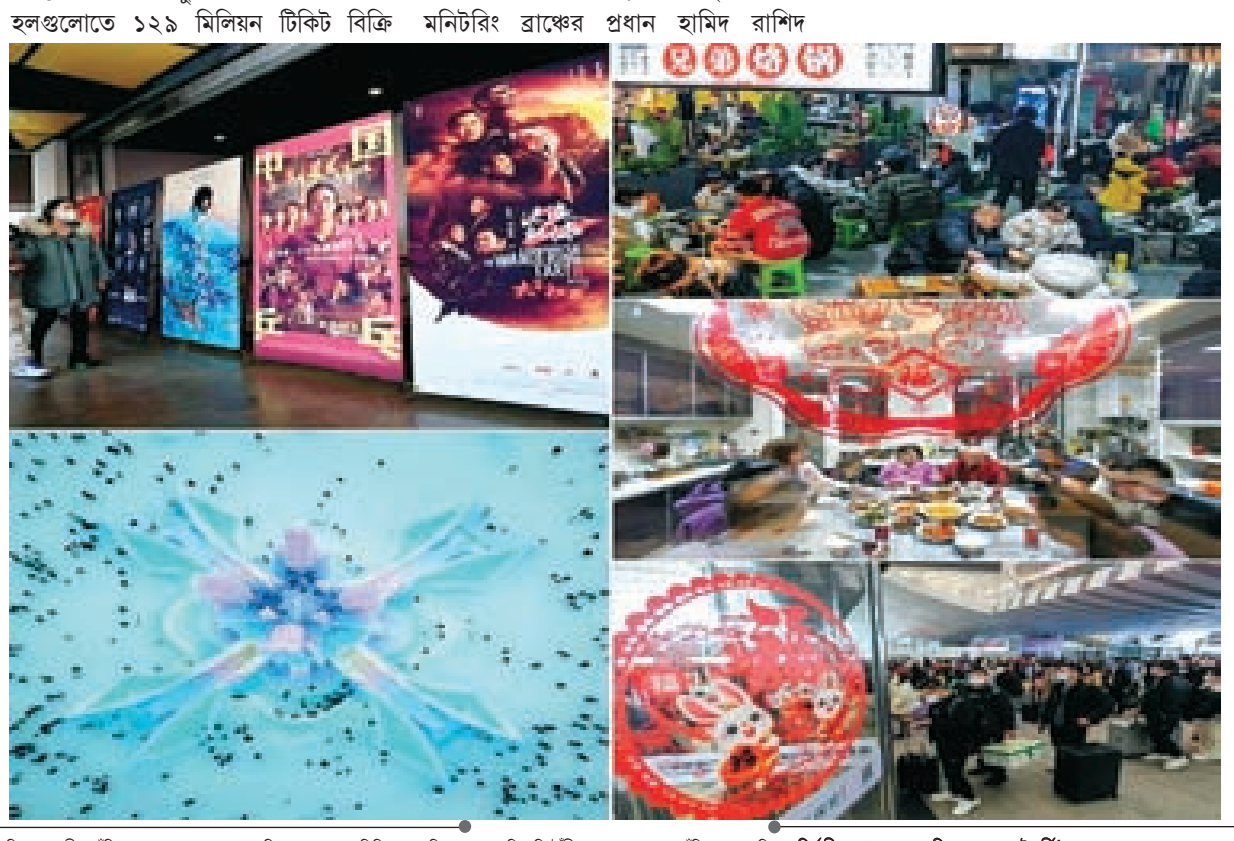

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

গরুখুটির উচ্ছাদিত ব্যক্তিদের পুনর সংস্থাপনের আবেদনের পরেও ন্যায় পাননি বলে অভিযোগ বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডে অসমের প্রতীকপটে লাচিত বরফুকনের বিকৃত প্রতিমূর্তি প্রদর্শনের অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ উচ্ছেদিত পরিবারকে ছয় মাসের মধ্যে পুনর সংস্থাপন দেওয়ার জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। গরুখুটির উচ্ছাদিত ব্যক্তিদের পুনর সংস্থাপনের জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন বিরোধী দলপতি তথা কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া। কিন্তু আজও এক্ষেত্রে কোনো বিচার পাননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। তাছাড়া দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডে অসমের প্রতীক পটে লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি বিকৃত করে তাকে হিন্দু যোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়েছেন বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া।

সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বিরোধী দলপতি তথা বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া বলেন, সরকারের তরফে অসংবিধানিক ভাবে গত দুই বছরে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়েছে। বিশেষ করে গরুখুঁটিতে পুলিশের গুলি চালনা, মৃতদেহের উপরে নৃত্য করে এক ভয়াবহ সামরিক অভিযানের আদলে অমানবিকভাবে ভারতীয় নাগরিকদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে যদি কোনও ধরনের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় তাহলে মানব অধিকার রক্ষা করে তথা এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতি নির্দেশনা দেবার জন্য সম্প্রতি গুয়াহাটি হাইকোর্টে একটি পিআইএল আবেদন দাখিল করেছিলেন তিনি। দেবব্রত শইকীয়া বলেন, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তথা প্রত্যেকের অধিকার সুনিশ্চিত করার শপথ নেওয়া বিধায়ক হিসেবে এই ধরনের আবেদন জানানো তার কর্তব্য। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হলেও তিনি তার দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি।

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে শুনানির সময় সরকারের তরফে বলা হয়েছে মোট ৭০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে যার মধ্যে ৬০০ পরিবারের জন্য পুনর সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি ১০০ পরিবারকেও শীঘ্রই সংস্থাপন দেওয়া হবে। কিন্তু এর পূর্বে সিপাঝার এসডিও এর তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল যে গরুখুঁটিতে ২১৫০ টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হবে এবং তাদের পুনর সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। এবার গুয়াহাটি হাইকোর্টে সরকার কিভাবে শুধু ৭০০ পরিবারের কথা উল্লেখ করেছে সেটা তার জন্য রহস্য বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া বলেন, যেহেতু আদালত থেকে এখনো তিনি বিচার পাননি। ফলে ভবিষ্যতে কি করবেন সেটা আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডে অসমের প্রতীকপটে বীর লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি বিকৃত ভাবে প্রদর্শন করে দেশের আম জনতার কাছে তাকে হিন্দু সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন প্রজাতন্ত্র দিবসে অসমের প্রতীক পটে যেটা প্রদর্শন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বীর লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তির পিছনে কামাখ্যা মন্দির প্রদর্শন করানো হয়েছে।

গোটা বিষয়টি এভাবে প্রদর্শিত হয়েছে যেন বীর লাচিত বরফুকন একজন হিন্দু যোদ্ধা ছিলেন। মূলত অসমকে দখল করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাদশার হিন্দু সেনাপতি রামসিংহের নেতৃত্বে আসা দলটিকে বাধা দেওয়ার স্বার্থে লড়াই করেছিলেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন, প্রত্যেক অসমীয়া জানেন যে প্রত্যেক ধর্ম জাতি জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশি অগ্রাসনকে বাধা দেবার জন্য লড়াই করেছিলেন বীর লাচিতবর ফুকন। এমনকি সে সময় আক্রমণকারীরা মন্তব্য করেছেন যে মুসলমান হয়েও মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন অসমের মুসলমান। ফলে প্রজাতন্ত্র দিবসে ইতিহাস বিকৃত করে লাচিত বরফুকনকে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেটা অতি দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি তথা কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া।

তিনসুকিয়া জেলায় উদ্ধার আইইডি বোমা নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটালেন বোমা বিশেষজ্ঞ এবং নিরাপত্তারক্ষীরা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবস বয়কট করার ক্ষেত্রে আলফার আহবানকে রাজনৈতিক মহলে তোয়াক্কা না করলেও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়েছিল। অবশেষে এর সুফল পাওয়া গেল রবিবার। তিনসুকিয়া জেলায় উদ্ধার হওয়া আইইডি বোমা অবশেষে নিরাপদ ভাবে বিস্ফোরণ ঘটাতে পেরেছে বোমা বিশেষজ্ঞ বাহিনী। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উজান অসমের প্রতিটি জেলায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সড়কে চলাচল করা বিভিন্ন যানবাহন নিয়মিত ভাবে তল্লাশি চালিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছিল। এরই মধ্যে তিনসুকিয়া জেলার নামসাই মহাদেবপুরে সিআরপিএফ বাহিনীর টহলদারির সময় হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে স্কুটিতে যাচ্ছিলেন তিন যুবক। কিন্তু সিআরপিএফ বাহিনীকে দেখতে পেয়ে ব্যাগ রেখে পালিয়ে যায় যুবকরা। সেই ব্যাগটি পরীক্ষা করে সেখানে আইইডি বোমা উদ্ধার করেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। এরপর বোমা বিশেষজ্ঞ দলকে সেখানে ডেকে আনা হয়। অবশেষে স্থানীয় ডিরাক গেটের পাশে থাকা খোলা ময়দানে বোমাটি নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে বোমা বিশেষজ্ঞ দল।

শ্রীমদ ভাগবত সৎসঙ্গ কথার জন্য সভার আয়োজন

মহন্ত ইন্দ্রানন্দ সরস্বতী ও রাকেশ বর্মা সর্বজনীন সৎসঙ্গ সমিতি চন্ডিলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ শ্রীমদ ভাগবত সৎসঙ্গ কথার সফল আয়োজনের জন্য ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেরায়কেলা জেলার অধীনে চান্ডিল বাজারে অবস্থিত মাঠিয়া ময়দানে, মহন্ত ইন্দ্রানন্দের সভাপতিত্বে সমস্ত সনাতনধর্মী মানুষ এবং চান্ডিলের গ্রামবাসীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠিয়ার সরস্বতী সভায় অনুষ্ঠান সফল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। যার নাম হলো সার্বজনীন সৎসঙ্গ সমিতি, চান্ডিল। মহন্ত ইন্দ্রানন্দ সরস্বতী এবং রাকেশ বর্মাকে সর্বসম্মতিক্রমে কমিটিতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে অভিভাবক পদের জন্য মনোনীত হয়েছেন বোনু সিং সর্দার, মনোহর সিং, মঙ্গল মাঝি, রামু মাহাতো, সরদীপ নায়ক, মনোজ সিং, মহেশ কুন্ডু, বিশাল চৌধুরী এবং খগেন মাহাতো। সভাপতি মনোজ বর্মা এবং সহসভাপতি রাজু দত্ত, শেখর চৌধুরী, শ্রাবণ মাহাতো, কালোসোনা মাহাতো, নন্দলাল গোস্বামী, মধু ব্যানার্জি, অমিত সাউ, আপেন কালিন্দী নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক চন্দন বর্মা এবং সম্পাদক আকাশ মাহাতো, ভাস্কর মিশ্র, রাজু সিং, দুর্গা প্রসাদ সিং, রাহুল বর্মা এবং সত্যনারায়ণ পাল নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ অনন্ত আদ্দে এবং সহসচিব পরমানন্দ পাসারি, গাপ্পু জালান, বন্সি কুন্ডু, সোনু শ্রীবাস্তব, শশী মিশ্রকে নির্বাচিত করা হয়েছে। সমন্বয়কারী দলে শিবু চ্যাটার্জি, সনাতন গোরাই, মহেন্দ্র পোদ্দার, সাহেব সিং, আকাশ দাস, কুঞ্জ বিহারী গোপ নির্বাচিত হন। অনিতা পারিত এবং নন্দিতা চক্রবর্তী অনুষ্ঠানস্থলের ইনচার্জ হন, বিপতরণ পান্ডে, ভাস্কর মিশ্র, নন্দলাল দাস পূজা মণ্ডলীর জন্য নির্বাচিত হন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাকেশ বর্মা বলেন, পৃথিবীর সব প্রাণীই সুখ কামনা করে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার অভাবে শাশ্বত সুখ লাভ সম্ভব নয়।

মহাপুরুষদের অকাট্য ধারণা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দেশ, রাষ্ট্র ও অঞ্চলের আধ্যাত্মিক স্তর ভালো ও উন্নত না হবে, ততক্ষণ সে দেশের নৈতিকতা উন্নত হবে না আর ততদিন সামাজিক নীতি ও ভালো হবে না। ততক্ষণ কৌশল ভালো ও শান্তিপূর্ণ হবে না। সামাজিক নীতির কারণে রাজনীতি শাসন পরিচালনা করতে পারবে না এবং সে দেশে অস্থিরতা ছড়াতে থাকবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই সাত দিনব্যাপী শ্রীমদ ভাগবত কথা বচনের আয়োজন করা হচ্ছে। রাকেশ বর্মা বলেন যে এই শুভ উপলক্ষ্যে, সমস্ত সনাতন ধর্মের মানুষ, মহান, সাধু, ঋষি এবং মহাত্মারা উপস্থিত থাকুন এবং আমাদের সকলের উপকার করুন।

একমাত্র মুসলমানরাই অসমে অসমীয়া ভাষা বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলের, অসম সাহিত্য সভা বিজেপির দখলে অভিযোগ বিধায়ক শেরমান আলীর, মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকার প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমে অসমীয়া ভাষা কে রক্ষা করছে? এই প্রশ্ন যদি উত্থাপন হয় তাহলে এর জবাব দিয়েছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেছেন, একমাত্র মুসলমানরাই অসমীয়া ভাষা বাঁচিয়ে রেখেছেন। রাজ্যের অন্যতম সামাজিক সংগঠন অসম সাহিত্য সভা বর্তমান বিজেপির দখলে রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলী। তবে বদরুদ্দিন আজমল এবং শেরমান আলীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। রাজ্যের বরপেটা জেলার বাঘবর বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবার আয়োজিত চর চাপরি সাহিত্য পরিষদে অংশ নিয়ে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল বলেন, তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন যে অসমীয়া ভাষায় রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। রাজ্যের বিভিন্ন চর এলাকায় অসমীয়া মাধ্যমের বিদ্যালয়ে রয়েছে। একটিও বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে নেই। মুসলমান মাবোনেরাও বাড়িতে অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন। এভাবে অসমীয়া ভাষাকে 'জিন্দা' রেখেছেন মুসলমানরা। কিন্তু এক মিনিট সময়ও লাগে না তাদের বাংলাদেশী বলে অভিহিত করতে। কিন্তু বাংলাদেশে তো অসমীয়া ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ হয় না বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেছেন রাজ্যের বিভিন্ন চরে মুসলমানরা অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন। ফলে অসমীয়া ভাষাকে মুসলমানরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন আজমল। অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলী অসমের মুসলমানদের ক্ষেত্রে মিয়া শব্দের ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন বর্তমান অসম সাহিত্য সভা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির দখলে রয়েছে।

এদিকে এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল এবং কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন, বদরুদ্দিন আজমল সেই অসমীয়া ভাষা জানেন না যেই ভাষা অসমীয়ারা ব্যবহার করেন। ফলে অসমীয়া ভাষা নিয়ে আজমলের চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একইভাবে কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলীকে তার নিজের মানুষদের কথা ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অযথা শেরমান আলীর অসম সাহিত্য সভা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা।

খরগোস বর্ষে চীনের সি৯১৯ যাত্রীবাহী বিমানের প্রথম পরীক্ষামূলক ফ্লাইট সম্পন্ন

বেইজিং ঃ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় চীনে তৈরি প্রথম বড় পরিসরের সি৯১৯ যাত্রীবাহী বিমান পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের পর নানছাং ছাংপেই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এটি ছিলো খরগোশ বর্ষে সি৯১৯ বিমানের প্রথম পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন। ২০২২ সালের ২৬ ডিসেম্বর সি৯১৯ বিমানের ১০০ ঘন্টার পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন শুরু হয়। এর আগে বিমানটি শাংহাই, বেইজিংসহ ৮টি শহরে পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সম্পন্ন করে। চলতি বছরের বসন্তকালেই চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স আনুষ্ঠানিকভাবে সি৯১৯ বিমানে যাত্রী বহন করা শুরু করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে গুয়াহাটি আইআইটির আলচেরিংগা মহোৎসব

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ চিরাচরিত ভাবে প্রতিবছরের মত এই বছরেও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'আলচেরিংগা' শীর্ষক মহোৎসব। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৭তম আলচেরিংগা সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হয়েছে গুয়াহাটি আইআইটির ক্যাম্পাসে। উত্তর-পূর্বের সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে পরিচিত এই অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে।

গুয়াহাটি আইআইটির মিডিয়া হেড মোহাম্মদ বিন কাসিম সাংবাদিকদের জানান, এই বছর আলচেরিংগা মহোৎসব আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রতি ইতিহাসের ভয়াবহ মহামারী থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দেশের এই বিজয় উৎসব উদযাপন করা হবে। প্রত্যেককে এই বিজয় উৎসবে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর ফলে চলতি বছরের আলচেরিংগা উৎসবের থিম 'প্লেজ টু পারসিস্ট' অর্থাৎ টিকে থাকার শপথ নেওয়া হিসাবে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি আইআইটির আলচেরিংগা মহোৎসবে ৮০ টির অধিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। গ্রুপ ডান্স প্রতিযোগিতা, ভয়েস অফ আলচেরিংগা শীর্ষক গানের প্রতিযোগিতা, হাল্লা বোল শীর্ষক স্ট্রিট প্লে প্রতিযোগিতা, রক ব্যান্ড প্রতিযোগিতা, মিস্টার এন্ড মিস আলচেরিংগা প্রতিযোগিতা, পার্সোনালিটি কনটেস্ট সহ ফ্যাশন ডিজাইনিং ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। এবারের আলচেরিংগা উৎসবে পূর্বে অনুষ্ঠিত না হওয়া বহু অনুষ্ঠান তথা প্রতিযোগিতা আয়োজনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন গুয়াহাটি আইআইটির মিডিয়া হেড মোহাম্মদ বিন কাসিম। তিনি বলেন প্রতিবছর আয়োজিত আলচেরিংগা উৎসবে বলিউড থেকে বহু গায়ক এবং সংগীত পরিচালকদের নিমন্ত্রণ করার প্রথা রয়েছে। ইতিমধ্যে সাজিদ ওয়াজিদ, মিকা সিং, লাকি আলি, মোহিত চৌহান, শংকর ঈশান লয়, কেকে, শান, সনু নিগম, বিশাল দাদলানি, শেখর রাজবাণী, অ্যাশ কিং, জিগর, আমাল মালিক, গৌরব টানেজা, করণ সেহগাল, অরুনাভ কুমার, বাবর আলী, দীপক পারিক সহ বহু বিশিষ্ট শিল্পিরা বিভিন্ন সময়ের আলচেরিংগা সাংস্কৃতিক মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে গুয়াহাটি আইআইটির মিডিয়া হেড মোহাম্মদ বিন কাসিম বলেন, এই বছর ৫০০ মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং প্রতিযোগী আলচেরিংগা উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিবছরের মত এবারও বলিউডের বিশিষ্ট শিল্পীদের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মহলের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ফলে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই এক ভিন্ন আমেজ অনুভব করবেন বলে মন্তব্য করে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের গুয়াহাটি আইআইটিতে অনুষ্ঠেয় আলচেরিংগা সাংস্কৃতিক মহোৎসবে যোগদান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ক্যালিস হওয়ার স্বপ্ন ক্যাম্ফারের

সিলেট (ওয়েবডেস্ক) ঃ 'চার ছক্কা মারো, দেখি কেমন পারো' আয়ারল্যান্ডের উইকেটকিপার নিয়াল ও'ব্রায়েন তরুণ অলরাউন্ডার কার্টিস ক্যাম্ফারকে বারবার কথাটা বলছিলেন। আয়ারল্যান্ড তখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। সেখানে প্রস্তুতি ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার এক রাজ্য দলের বিপক্ষে খেলছিলেন আইরিশরা। সেই রাজ্য দলের হয়ে খেলছিলেন ১৮ বছর বয়সী ক্যাম্ফার। তরুণ প্রোটিয়া অলরাউন্ডারের সঙ্গে স্লেজিংয়ের ফাঁকেই ও'ব্রায়েনের পরিচয়। পারিবারিক সূত্রে ক্যাম্ফারের যে আইরিশ পাসপোর্ট আছে, সেটি জানতে পেরেই তরুণ প্রোটিয়া অলরাউন্ডারকে আয়ারল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার প্রস্তাব দেন ও'ব্রায়েন। ক্যাম্ফারও সুযোগটা কাজে লাগান। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়ারল্যান্ড, এরপর দুই দেশেরই ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন ক্যাম্ফার। ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপ খেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে। একই বছর আয়ারল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় ক্যাম্ফারের। পরপর দুটি টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপও খেলে ফেলেছেন তিনি। সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে তো হ্যাটট্রিক করে তাক লাগিয়ে দেন এই তরুণ। এবারের বিপিএলে ক্যাম্ফার খেলছেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে এবারই প্রথম খেলছেন ২৩ বছর বয়সী এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। তবে এটাই ক্যাম্ফারের প্রথম বাংলাদেশ সফর নয়। ২০২১ সালে আয়ারল্যান্ড উলভস দলের হয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। উপমহাদেশের কন্ডিশন কেমন হতে পারে, সে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে খেলেই হচ্ছে ক্যাম্ফারের, 'একদমই ভিন্ন অভিজ্ঞতা। আমি যার সঙ্গে পরিচিত নয়। তবে আমাকে এতে অভ্যস্ত হতে হবে। আমার খেলাটা কোন পর্যায়ে আছে, সেটা বড় মঞ্চের জন্য কতটা প্রস্তুত, সেটা বোঝার জন্য এ ধরনের টুর্নামেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিন্ন কন্ডিশনে আমার খেলা কতটা মানানসই, সেটারও একটা ভালো পরীক্ষা এটি।' আইরিশ ক্রিকেট এখন পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে স্বস্তির ব্যাপার হলো এ সময় চারপাঁচজন তরুণ ক্রিকেটার দলে আছে, যারা কিনা ভবিষ্যতে বড় তারকা হওয়ার সামর্থ্য রাখে।

কার্টিস ক্যাম্ফার

ক্যাম্ফারের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরুটা হয়েছে একের পর এক চমকের মধ্য দিয়ে। ওয়ানডে অভিষেকেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পরপর দুই ম্যাচে ফিফটি করে আলোচনায় আসেন। সর্বশেষ বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের পর তো ক্যাম্ফারের নাম সবার মুখে মুখে, 'এ ধরনের শুরু আমি স্বপ্নেও চিন্তা করিনি। খুবই খুশি যে এত ভালো শুরু হয়েছে। হ্যাটট্রিক যেকোনো সংস্করণেই স্বপ্নের মতো অনুভূতি। সেটা যদি হয় বিশ্বকাপের মঞ্চে, তাহলে তো কথাই নেই। ওই হ্যাটট্রিকের পর পুরো ক্রিকেটবিশ্বে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেই অভিজ্ঞতা মজার ছিল।'

বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের পারফরম্যান্সও ছিল চোখে পড়ার মতো। তারুণ্য যে আইরিশ ক্রিকেটে নতুন জোয়ার এনে দিচ্ছে, সে বার্তা পাওয়া গেল ক্যাম্ফারের কথায়, 'আইরিশ ক্রিকেট এখন পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে স্বস্তির ব্যাপার হলো এ সময় চারপাঁচজন তরুণ ক্রিকেটার দলে আছে, যারা কিনা ভবিষ্যতে বড় তারকা হওয়ার সামর্থ্য রাখে। আর তারা বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছে। জশ লিটল আইপিএল খেলছে। হ্যারি টেক্টর দ্রুততম এক হাজার ওয়ানডে রান করেছে। এখন হচ্ছে নিজেদের আরও পরিণত করার সময়।'

আগামী মার্চে বাংলাদেশ সফরে আসবে আয়ারল্যান্ড। ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টিটোয়েন্টি খেলবে আইরিশরা। ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার পর বাংলাদেশ দলের আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার কথা। তার আগেই বিপিএলের সৌজন্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছেন ক্যাম্ফার, 'আমরা যে ধরনের কন্ডিশন ও খেলার ধরনের সঙ্গে পরিচিত, সেটা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খেলা হয় এখানে। এটা আমার জন্য চোখ খুলে দেওয়ার অভিজ্ঞতা। আশা করি, এখানে আমি যা দেখছি, তা দলের বাকিদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারব। বাংলাদেশ তাদের ঘরের মাঠে খুবই শক্তিশালী দল। ওরা সুপার লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এমনিতে ওঠেনি। খুবই শক্তিশালী, খুবই ভারসাম্যপূর্ণ দল তাঁরা। আমাদের জন্য নিজেদের খেলাটা খেলা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, দ্রুত এখানকার খেলার ধরনটা ধরতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ হবে।'

চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স স্পিনার নিহাদুজ্জামান ক্যাম্ফার এখন আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেটার হলেও দক্ষিণ আফ্রিকান সেই হার না মানা মানসিকতাটা ধরে রেখেছেন। ক্রিকেট মাঠে তাঁর শরীরী ভাষা বরাবরই আক্রমণাত্মক। ক্রিকেটীয় দক্ষতার চেয়ে এই মানসিকতাটাকেই নিজের শক্তি মনে করেন তিনি, 'আমি টেকনিক্যালি নিখুঁত ক্রিকেটার ছিলাম না। আমার ব্যক্তিত্বটা লড়াই করে যাওয়ার মতো। ম্যাচের লড়াইটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমি সেটা উপভোগ করি। দলের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজটা আমি সবার আগে করতে চাই। আমার ক্রিকেটটাই এমন। এতে আমি সাফল্যও পেয়েছি।' দক্ষিণ আফ্রিকা আবার কিংবদন্তি অলরাউন্ডারদের দেশ। সেই সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা ক্যাম্ফার নিজেও ক্যালিসক্লুজনারের মতো বিশ্বমানের অলরাউন্ডার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। ক্যাম্ফারের ব্যক্তিগত পছন্দ অবশ্য জ্যাক ক্যালিসই। ক্যালিসের ক্যারিয়ারের অর্ধেক অর্জন করতে পারলেও নাকি নিজেকে ধন্য মনে করবেন ক্যাম্ফার, 'জ্যাক ক্যালিস একজন সুপারস্টার। এই জানুয়ারিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, প্রথমবার। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। খেলার জ্ঞান এত বেশি, কল্পনা করা যাবে না। আমি যদি তাঁর ক্যারিয়ারের অর্ধেকটাও অর্জন করতে পারি, তাহলে আমি খুবই খুশি হব।'

সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারে পন্টিংক্লার্কের পাশে স্মিথ

পর্থ ঃ চতুর্থবারের মতো ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা পুরুষ ক্রিকেটারের পুরস্কার অ্যালান বোর্ডার পদক জিতলেন স্টিভেন স্মিথ। এর আগে এ পুরস্কার সর্বোচ্চ চারবার জিতেছিলেন দুজন রিকি পন্টিং ও মাইকেল ক্লার্ক। বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটারের বেলিন্ডা ক্লার্ক পুরস্কার জিতেছেন বেথ মুনি। দ্বিতীয়বারের মতো এ পুরস্কার জিতলেন তিনি।

করোনা মহামারির পর এই প্রথম জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে বর্ষসেরা পুরস্কার তুলে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বর্ষসেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হওয়া স্টিভ স্মিথ (১৭১) পেয়েছেন দুইয়ে থাকা ট্রাভিস হেডের (১৪৪) চেয়ে ২৭ ভোট বেশি। তালিকায় পরের নামগুলো হলো ডেভিড ওয়ার্নার (১৪১), মারনাস লাবুশেন (১৩৮), উসমান খাজা (১৩২) ও ক্যামেরন গ্রিন (১১৯)। খেলোয়াড়, আম্পায়ার ও সংবাদকর্মীরা এতে ভোট দিয়েছেন।

২০০০ সাল থেকে এ পুরস্কার দিচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। এর আগে ২০১৫, ২০১৮ ও ২০২১ সালে অ্যালান বোর্ডার পদক জিতেছিলেন স্মিথ। ভোটের জন্য বিবেচ্য সময়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫২৪ রান ছিল স্মিথের। এ সময়ে চারটি সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। স্মিথের দারুণ সময়ে অস্ট্রেলিয়াও উঠেছে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বরে।

পুরুষদের বর্ষসেরা টেস্ট খেলোয়াড় হয়েছেন উসমান খাজা। এবার এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে গত বছর মারা যাওয়া কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্নের নামে। খাজা পেয়েছেন ২২ ভোট, তিনি টপকে গেছেন মারনাস লাবুশেন (২০) ও স্মিথকে (১৬)। ওয়ানডে খেলোয়াড় হয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। টিটোয়েন্টিতে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন মার্কাস স্টয়নিস।

বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা মুনি হয়েছেন ওয়ানডে বর্ষসেরাও। এর আগে ২০২১ সালে বেলিন্ডা ক্লার্ক পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। এবার তিনি পেয়েছেন ১২৯ ভোট, দুইয়ে থাকা অধিনায়ক মেগ ল্যানিং (১১০) ও অলরাউন্ডার তালিয়া ম্যাকগ্রাকে টপকে গেছেন তিনি। ম্যাকগ্রা অবশ্য জিতেছেন বর্ষসেরা টিটোয়েন্টি খেলোয়াড়ের পুরস্কার। সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য কমিউনিটি ইমপ্যাক্ট পুরস্কার দেওয়া হয়েছে উসমান খাজাকে। এ বছর হল অব ফেমে যুক্ত করা হয়েছে ইয়ান রেডপাথ ও মার্গারেট জেনিংসকে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা পুরস্কার

অ্যালান বোর্ডার পদক ঃ স্টিভেন স্মিথ

বেলিন্ডা ক্লার্ক পুরস্কার ঃ বেথ মুনি

শেন ওয়ার্ন বর্ষসেরা পুরুষ টেস্ট খেলোয়াড় ঃ উসমান খাজা

কমিউনিটি ইমপ্যাক্ট পুরস্কার ঃ উসমান খাজা

বর্ষসেরা নারী টিটোয়েন্টি খেলোয়াড় তালিয়া ম্যাকগ্রা

বর্ষসেরা পুরুষ টিটোয়েন্টি খেলোয়াড় ঃ মার্কাস স্টয়নিস

বর্ষসেরা নারী ওয়ানডে খেলোয়াড় ঃ বেথ মুনি

বর্ষসেরা পুরুষ ওয়ানডে খেলোয়াড় ঃ ডেভিড ওয়ার্নার

বর্ষসেরা নারী ঘরোয়া ক্রিকেটার ঃ অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড

বর্ষসেরা পুরুষ ঘরোয়া ক্রিকেটার ঃ মাইকেল নেসার

বেটি উইলসন তরুণ ক্রিকেটার ঃ কোর্টনি সিপেল

ব্র্যাডম্যান তরুণ ক্রিকেটার ঃ ল্যান্স মরিস

আগুয়েরো চান, মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলুন কিন্তু...

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবেন? ফ্রান্সকে হারিয়ে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানোর পর থেকেই এই প্রশ্ন! ৩৫ বছর বয়সী মেসি কি আরেকটি বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে ঝাঁপাবেন?

কাতারেই শেষ বিশ্বকাপ খেলবেন টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই এমনটা বলেছিলেন মেসি। ১৮ ডিসেম্বর ফ্রান্সকে হারিয়ে আরাধ্যের বিশ্বকাপ জয়ের পর মেসি বলেন, বিশ্বকাপ ফাইনালই আর্জেন্টিনার জার্সিতে তাঁর শেষ ম্যাচ নয়। তিনি 'বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে দেশের হয়ে আরও কিছু ম্যাচ খেলে যেতে চান। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি তো জোর দিয়েই বলেছেন, মেসি আর্জেন্টিনার জার্সিতে শুধু খেলেই যাবেন না, ২০২৬ সালে পরের বিশ্বকাপেও খেলবেন আশা করেন।

২০২৬ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে। বিশ্বকাপের আগে অবশ্য আর্জেন্টিনাকে আরও একটি টুর্নামেন্টে 'শিরোপাজয়ী' হিসেবে খেলতে নামতে হবে কোপা আমেরিকা। সেটি অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ সালে। মেসি যদি কোপা খেলেন, তখন তাঁর বয়স হবে ৩৭। ২০২৬ বিশ্বকাপে তাঁকে খেলতে হবে ৩৯ বছর বয়সে। তবে মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ সের্হিও আগুয়েরোর মতে, মেসি যদি শারীরিকভাবে ফিট থাকেন, চোট থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন, তাহলে ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি খেলতেই পারেন।

আগুয়েরো নিজে চান, মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলুন। কিন্তু পুরো বিষয়টিই তিনি মেসির ওপর ছেড়ে দিতে চাইছেন। আগুয়েরো মনে করেন, আরও একটি বিশ্বকাপ খেলতে মেসিকে একটু পরিকল্পনা করে এগোতে হবে, 'যদি সে একটা নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী চলে, তাহলে আমি মনে করি, সে খুব সহজেই ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে পারবে। পুরো বিষয়টা নিয়ে সুন্দর করে পরিকল্পনা সাজাতে হবে। মানসিকতাটা কেমন হবে, বিষয়টি নির্ভর করছে তার ওপরই। কিন্তু তারপরও মেসির সিদ্ধান্তকে আমাদের সবার শ্রদ্ধা জানাতে হবে। কারণ, সে কিছুটা নির্ভার থাকতে চাইতে পারে, সে ক্লান্ত থাকতে পারে। এখনো তিন বছর বাকি। কাতার বিশ্বকাপে মেসি প্রমাণ করেছে, শারীরিকভাবে ফিট থাকলে সে দারুণ করতে পারে।'

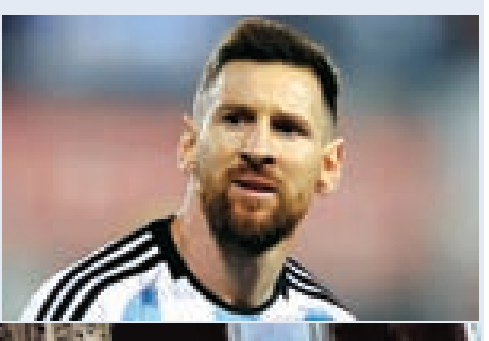

তালেবান কীভাবে ছক কেটে আফগান নারীদের ঘরে আটকে ফেলেছে

কাবুল ঃ তালেবান ২০২১ সালের ১৫ই আগস্ট আফগানিস্তানে ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে যত ধরনের বিধিনিষেধ জারি করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি করেছে নারীদের বিষয়ে। সামগ্রিকভাবে চারটি ক্ষেত্রে মেয়েদের গতিবিধি, ভূমিকা ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করছে তালেবান ঃ রাজনীতি থেকে মেয়েদের সরিয়ে দেওয়া, জনসমক্ষে তাদের চলাফেরা কমিয়ে ফেলা, শিক্ষা নিষিদ্ধ করা এবং কাজের সুযোগ সীমিত করে ফেলা।

ক্ষমতা নেওয়ার পরপর তারা মুখে মেয়েদের ব্যাপারে আগেরবারের চেয়ে নমনীয়তার অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও, কাজের বেলায় তা রাখেনি।

পুরুষদের মন্ত্রীসভা (অগাস্ট ২০২১)

২০০১ সালে তালেবানের প্রথম সরকার উৎখাত হওয়ার পর গত দুই দশকে হামিদ কারজাই এবং পরে আশরাফ গনি সরকার রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা বাড়ানোর নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

নারীরা সংসদে ঢুকেছে। মন্ত্রীসভায় জায়গা পেয়েছে। তাদের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়েছে। পরে এমনকি রাজ্যের গভর্নর এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে নারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের অগাস্টে তালেবানের ক্ষমতা নেওয়ার পর বাকি বিশ্ব উদ্বেগের সাথে দৃষ্টি রেখেছিল এবারের তালেবান আগের বারের চেয়ে আলাদা হবে কি না। তারা বদলেছে কি না। ৩০শে অগাস্ট সর্বশেষ আমেরিকান সৈন্যদের দলটি কাবুল বিমানবন্দর ছেড়ে যাওয়ার পরদিন কাতারে তালেবানের রাজনৈতিক অফিসের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা শের মোহাম্মদ আব্বাস স্টানিকজাই বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কোনও সন্দেহ নেই সরকারে নারীদের ভূমিকা থাকবে, কিন্তু আমি বলতে পারবো না তাদেরকে কোনো ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগ করা হবে কি না।

কিন্তু এক সপ্তাহ পর তালেবান যে মন্ত্রীসভা গঠন করে, তাতে একজন নারীও ছিল না।

নারীদের জীবনযাপনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপে এ সময়ে ২০টিরও বেশি লিখিত এবং মৌখিক নির্দেশ নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর বাদেও, খেয়াল খুশিমতো বিচ্ছিন্নভাবে এমন বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

বিক্ষোভ (সেপ্টেম্বর ২০২১)

তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকেই আফগান নারীরা তাদের ওপর একে একে চাপানো বিধিনিষেধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করে।

অনেক বিক্ষোভে নারীদের মারধর করা হয়। অনেককে কারাগারে অনেকদিন আটকে রাখা হয়। ২০২১ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর হেরাতে নারীদের এমন এক বিক্ষোভে তালেবান গুলি চালালে তিনজন মারা যায়, আহত হয় আরও সাতজন।

পরের দিনই তালেবানের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক নির্দেশ জারি করে বিক্ষোভের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। বলা হয়, যে কোনও বিক্ষোভের জন্য আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে।

কিন্তু সেদিনই কাবুলে অনেক নারী বিক্ষোভ করে। তালেবানের নিরাপত্তা বাহিনী লাঠিপেটা করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এমন ঘটনা আরও অনেকবার, অনেক জায়গায় ঘটেছে।

সরকারি কর্মচারী (অগাস্টসেপ্টেম্বর ২০২১)

ক্ষমতা নেওয়ার এক মাসের মধ্যে তালেবান সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত নারীদের অফিসে না এসে ঘরে বসে থাকার নির্দেশ দেয়।

সে বছর ১৯শে সেপ্টেম্বর, কাবুল পৌরসভার নারী কর্মচারীদের বলা হয় শুধু তারাই অফিসে আসতে পারবে যাদের কাজগুলো কোনও পুরুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

এখন প্রায় সব সরকারি অফিসে এবং মন্ত্রণালয়ের নারী কর্মীরা ঘরে বসে রয়েছেন। শুধু মাসে একদিনে অফিসে গিয়ে বেতন তুলে আনেন তারা।

২০২২ সালের জুন মাস আফগান সিভিল সার্ভিসের নারী কর্মকর্তারা তাদেরকে কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিতে তালেবানের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তার একমাস পর আফগান অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তাদের নারী কর্মীদের বলা হয়, তাদেরকে বাড়িতে থাকতে হবে, এবং বড়জোর পরিবারের কোনও পুরুষ সদস্য অফিসে গিয়ে তাদের জায়গায় কাজ করতে পারবে।

শুধু সরকারি কর্মচারীরাই নয়, আফগান সেনাবাহিনী এবং পুলিশে কর্মরত নারী সদস্যরাও চাকরি হারায়। এমনকি নারী বিচারকদেরও চাকরি চলে যায়।

সঙ্গীত (আগস্টসেপ্টেম্বর ২০২১)

তালেবান যে কোনও সঙ্গীতের ঘোর বিরোধী। ফলে তাদের ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই আফগান জাতীয় সঙ্গীত ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। প্রতিষ্ঠানটিতে এখন তালা ঝুলছে।

আফগানিস্তানের প্রথম এবং একমাত্র নারী সঙ্গীত গোষ্ঠী জোহরা অর্কেস্ট্রার সদস্যরা পালিয়ে পর্তুগাল গিয়ে আশ্রয় নেয়।

ক্রীড়া (সেপ্টেম্বর ২০২১)

তালেবান নতুন করে ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে আফগান নারীরা কোনও ধরনের খেলাধুলায় অংশ নিতে পারেনি, কারণ নারীদের খেলাধুলার ওপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

২০২১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তালেবান সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপমন্ত্রী আহমাদুল্লাহ ওয়াসিক বলেন, খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণ শুধু অনুচিতই নয়, একইসাথে অপ্রয়োজনীয় । কারণ, তার মতে, খেলাধুলো করতে গিয়ে মেয়েদের পক্ষে শরীর এবং মুখ ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, ফলে তা শারিয়া বিরোধী।

তালেবান মন্ত্রী বলেন, মেয়েদের তখনই খেলতে অনুমতি দেওয়া হবে যখন তাদের জন্য নিরাপদ একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু ১৭ মাস পরও আফগান নারীরা দেশে বা বিদেশে কোনও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছে না।

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আফগানিস্তানকে সাবধান করে দেয় নারী অ্যাথলেটদের খেলার অনুমতি না দিলে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি।

ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা করে দেওয়া (সেপ্টেম্বর ২০২১)

তালেবান আসার পর শ্রেনীকক্ষে পর্দা টেনে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে দেয়া হয়।

ক্ষমতা নেওয়ার এক মাসের মধ্যে তালেবান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের পৃথক শিক্ষাদানের নির্দেশ দেয়। ২০২১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তালেবানের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিবিসিকে বলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই নীতি অনুসরণ করা হবে। প্রথম দিকে ক্লাসরুমে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের দুই পাশে বসিয়ে মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয় হয়। পরে শ্রেণীকক্ষ আলাদা করে দেয়া হয়। এরপর নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আালাদা দিন ধার্য করে দেওয়া হয়।

নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সেপ্টেম্বর ২০২১)

রাজনীতি থেকে নারীদের দূর করতে তালেবান নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করে। প্রথম দিকে তালেবান কর্মকর্তারা বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে এই বিলুপ্তির কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু কদিন পর ১৭ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রণালয়ের নাম বদলে দেয়া হয়।

ঐ ভবনে এখন নতুন তৈরি নৈতিকতা প্রচার এবং অনৈতিকতা রোধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিস।

মাধ্যমিক স্কুল (সেপ্টেম্বর ২০২১)

২০২১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুধু পুরুষ শিক্ষক এবং ছাত্রদের স্কুলে ফিরতে বলা হয়। কিন্তু নারীদের মাধ্যমিক স্কুলের (৭ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

ধারণা করা হচ্ছিল নতুন বছর থেকে মেয়েদের স্কুলগুলো খুলবে। তালেবানের কিছু কর্মকর্তাও তেমন ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন।

২০২২ সালের ২৩শে মার্চ নতুন শিক্ষা বছর শুরু হলে অনেক মেয়ে স্কুলে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরে আসে।

তালেবানের প্রতিশ্রুতি স্বত্ত্বেও ২৯শে জানুয়ারি ২০২৩ সাল পর্যন্তও মেয়েরা স্কুলে ফিরতে পারেনি। শুধু দেশের কিছু জায়গায় গত ডিসেম্বরে দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

টিভি এবং অভিনয় (নভেম্বর ২০২১)

২০২১ সালের নভেম্বরে টিভি নাটকে নারীদের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। নারী সাংবাদিক এবং উপস্থাপকদের ক্যামেরার সামনে মাথায় হিজাব পরার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিরাপত্তার ভয়ে অনেক নারী মিডিয়া কর্মী কাজ ছেড়ে দেন। অনেকে বিদেশে পালিয়ে যান। এমনকি যেসব নারী নাটকে কণ্ঠ দিতেন তাদেরও ওপর বিধিনিষেধ দেওয়া হয়।

২০০১ সাল থেকে আফগানিস্তানে বিদেশি বিভিন্ন সিরিয়াল স্থানীয় ভাষায় ডাবিং করে প্রচার করা হচ্ছিল। শত শত নারী এগুলোতে নিয়মিত কণ্ঠ দিতেন। এসব বিদেশী সিরিয়াল তালেবান নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে চাকরি হারান শত শত নারী।

ভ্রমণ (ডিসেম্বর ২০২১)

তালেবান ২০২১ সালের ডিসেম্বরে নারীদের যাতায়াত এবং ভ্রমণের ওপর বিধিনিষেধ জারি করে।

নৈতিকতা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে একটি নির্দেশনা জারি করা হয় যেখানে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বলা হয় হিজাববিহীন নারীদের যেন তারা যাত্রী হিসাবে না ওঠায়। তাছাড়া, পুরুষ সঙ্গী (বাবা, পুত্র, স্বামী বা ভাই) না থাকলে কোনও নারী ৪৫ মাইলের বেশি দূরে ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এ তালেবান পুরুষ সঙ্গী ছাড়া নারীদের বিদেশভ্রমণ নিষিদ্ধ করে।

গৃহে নির্যাতন এবং আশ্রয় (আগস্টডিসেম্বর ২০২১)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কাবুল ছাড়াও অন্য কিছু জায়গায় নারীদের জন্য আমান নামে কিছু নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল যাতে গৃহে নির্যাতন থেকে পালিয়ে তারা নিরাপদে থাকতে পারে। তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার পর এসব আশ্রয় কেন্দ্র থেকে অনেক নারী পালিয়ে যায়। এগুলোর এখন কোনও অস্তিত্ব নেই।

হিজাব (মে ২০২২)

তালেবান কাবুলে প্রবেশের কদিনের মধ্যে শহরের রাস্তার চেহারা পাল্টে যায়। বিউটি পার্লার এবং দেয়ালের বিজ্ঞাপনে মেয়েদের সমস্ত ছবির ওপর রং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

সেসবের বদলে দেয়ালে দেয়ালে লেখা হতে থাকে তালেবানের বিভিন্ন স্লোগান । সেগুলোর অন্যতম ছিল নারীদের হিজাব পরার নির্দেশ।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে নারীদের হিজাব পরা নিশ্চিত করতে প্রচারণা শুরু করে তালেবান। রাস্তায় রাস্তায় এ ব্যাপারে বিলবোর্ড টাঙানো হয়।

কয়েক মাস পর ৭ই মে, তালেবান নারীদের জন্য ড্রেস কোড ঘোষণা করে। বলা হয় জনসমক্ষে সব নারীকে মুখ ঢেকে রাখতে হবে। না মানলে ঐ নারীর পুরুষ অভিভাবকদের শাস্তি পেতে হবে।

ড্রাইভিং (মে ২০২২)

ঐ একই মাসে হেরাতে ড্রাইভিং স্কুলগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন আর নারী শিক্ষার্থী না নেয়। তালেবান এমন নির্দেশ দেওয়ার কথা অস্বীকার করে, তবে হেরাত ও কাবুলের অনেক নারী বিবিসির কাছে নিশ্চিত করেছেন তারা ড্রাইভিং ক্লাস করতে পারছেন না। যারা শিখেছেন তাদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না।

বিদেশী ভাষা এবং ধর্ম শিক্ষা (সেপ্টেম্বর ২০২২)

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাবুল এবং অন্যান্য প্রদেশে বিদেশী ভাষা শিক্ষার কিছু প্রতিষ্ঠান বিবিসিকে জানায় তালেবান এগুলো একরকম জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে। শর্ত দেওয়া হয়েছে নারী এবং পুরুষ শিক্ষার্থীদের পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং নারীদের জন্য শুধু নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

অনেক পরিবার অভিযোগ করেছে অনেক মসজিদ ধর্ম শিক্ষার ক্লাস থেকে মেয়েদের বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে।

অ্যাকাডেমিক শিক্ষা (অক্টোবর ২০২২)

২০২২ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আফগানিস্তানের ৩৩টি প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। এবং এই প্রথম সেদেশে কিছু কিছু বিষয়ে মেয়েদের ভর্তি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। বেশ কিছু প্রদেশে কৃষি, পশু চিকিৎসা, নির্মাণ প্রকৌশল এবং খনিজ সম্পদ আহরণের মত বিষয়ে মেয়েদের আবেদন করতে দেওয়া হয়নি। যদিও তালেবান সরকার তা অস্বীকার করেছে কিন্তু অনেক নারী শিক্ষার্থী বিবিসির কাছে নিশ্চিত করেছেন তাদের পছন্দ সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। দুই সপ্তাহ পরই তালেবান কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নোটিস টাঙ্গিয়ে বলে দেয় কৃষি, ব্যবসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগসহ বেশ কিছু বিষয়ে নারীরা মাস্টার্স ডিগ্রি করতে পারবে না ।

গ্রাজুয়েশন (ডিসেম্বর ২০২২)

গত মাসে অর্থাৎ ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আফগান সোশ্যাল মিডিয়াতে গ্রাজুয়েশন উদযাপনের বহু ছবি প্রকাশিত হতে শুরু করে। কিন্তু সেখানে শুধুই পুরুষ ছাত্রদের ছবি। শুধু তাদেরই মাথার হ্যাট খুলে আকাশে ছুড়ে আনন্দ উল্লাস করতে দেখা যায়। নারীদের সেখানে চোখেই পড়েনি।

অনেক নারী বিবিসিকে বলেছেন, ক্যাম্পাসের বাইরে এমন গ্রাজুয়েশন উৎসবে তাদের যোগ দিতে মানা করা হয়। অমান্য করা হলে তাদের সার্টিফিকেট না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মেয়ে গ্রাজুয়েটদের কোনও অনুষ্ঠানে পুরুষ শিক্ষক বা ছাত্রীদের পুরুষ অভিভাবকদের যোগদান নিষেধ করা হয়। অমান্য করা হলে শিক্ষকদের বরখাস্তের হুমকি দেওয়া হয়। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের কাছে পাঠানো এসব নির্দেশনা সম্বলিত নোটিস বিবিসি দেখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় (ডিসেম্বর ২০২২)

২০২২ সালের ২১শে ডিসেম্বর তালেবানের উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীদের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করে দেয়। সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মেয়েদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়। মন্ত্রী নেদা মহম্মদ সাদিম বলেন শারিয়া আইন প্রবর্তন করতে এবং অনৈতিকতা আটকাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এনজিও (ডিসেম্বর ২০২২)

২০২২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তালেবান সরকার সমস্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বা এনজিওতে নারীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করে। সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এক চিঠিতে এসব প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন তাদের নারী কর্মীদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে।

তালেবানের যুক্তি ছিল এসব প্রতিষ্ঠানে হিজাবসহ ইসলামের অন্যান্য বিধিনিষেধ অনুসরণ করা হচ্ছে না।

সরকারি মেডিকেল কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না কেন

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষকের অনেক পদ শুন্য। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সম্প্রতি জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন যে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকের যত পদ আছে তার প্রায় অর্ধেকই এখন খালি এবং এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে মেডিকেল কলেজগুলোতে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগ হয় না। আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন কিছু বিষয়ে পড়তে অনাগ্রহের কারণে চিকিৎসকদের মধ্যেই পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ তৈরি হচ্ছে না বলে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষক সংকট তৈরি হয়েছে। মেডিকেল অফিসার হিসেবে সারাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক নিয়োগ হয়ে বিসিএসের মাধ্যমে। সেখান থেকেই প্রভাষক পদের জন্য আবেদনের সুযোগ দেয়া হয়।

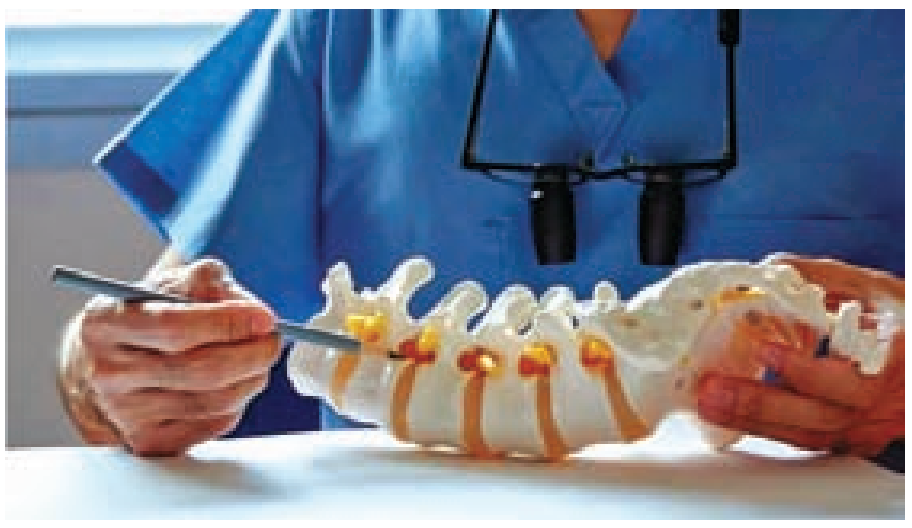

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বলছে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে বেসিক সাবজেক্ট হিসেবে পরিচিত বিষয়গুলোর শিক্ষার্থীও পাওয়া যায় না, তাই শিক্ষকও তৈরি হচ্ছে না। যদিও এ সংকট নিরসনে ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালা সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনা করছে কর্তৃপক্ষ এবং এটি হলে ভর্তি পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে পাওয়া বিষয়েই পড়তে হবে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গত রোববার জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন যে দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজে ৫,৫৮৯টি অনুমোদিত ক্যাডার পদের বিপরীতে ২,৬০৫টি শিক্ষক পদ খালি রয়েছে। একজন সংসদ সদস্যের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মেডিকেল কলেজগুলোতে সরাসরি শিক্ষক নিযগে করা হয় না। মেডিকেল কলেজের প্রভাষক পদে মেডিকেল অফিসার থেকে বিষয়ভিত্তিক পদায়ন করা হয়।'

আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ এএফএম রুহুল হক পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছিলো সব মেডিকেল কলেজেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংকট রয়ে গেছে। গবেষণা প্রতিবেদনটি গত বছরের মার্চে প্রকাশ করা হয়েছিলো। তখনই জানা গিয়েছিলো যে দেশের অনেক সরকারি মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল নেই। আর বেশিরভাগ কলেজেই শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। সরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ঘাটতি কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে মেডিকেলের পরিভাষায় বেসিক সাবজেক্ট হিসেবে পরিচিত কিছু বিষয়ে ছাত্র শিক্ষক কিছুই পাওয়া যায় না। এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে সরকারি মেডিকেলে বেসিক সাবজেক্ট বা মৌলিক বিষয়গুলোতে প্রায় দুই হাজার পদের মধ্যে সাতশোর বেশি পদ শূন্য রয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি সংকট অধ্যাপক পদে। এসব কলেজে অধ্যাপকের ২০৪টি পদের বিপরীতে মাত্র ৭০ কাজ করছেন। যদিও চিকিৎসকদের অনেকে অভিযোগ করে থাকেন নিয়মিত পদোন্নতি না হওয়ার কারণে অনেক বিষয়ে উচ্চপদে শিক্ষক আসার সুযোগই পাচ্ছে না। একটি মেডিকেল কলেজে কতজন শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী থাকবেন, তা সেই কলেজের কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে না। বরং এটি নির্ধারণ করে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল। এই কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের একজন অধ্যাপক ডা.মো.শরফুদ্দিন আহমেদ বলছেন মেডিকেল কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়াতে শূন্য পদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে কারণ কিছু বিষয়ে বাংলাদেশে লোকবল একদমই তৈরি হয়নি। এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, এনেস্থেশিয়া এবং ভাইরোলজিসহ কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে বেসিক সাবজেক্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যে কিছু বিষয়ে কয়েকটি কলেজে শুধু প্রভাষক পদের শিক্ষক কাজ করছেন। এর উপরের পদগুলোতে নিয়োগের জন্য লোকবলই নেই।

'বেসিক সাবজেক্টে ছাত্র বাড়াতে হবে'

চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীই খুব একটা পাওয়া যায় না বলে বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও হাতে গোনা। ফলে সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের উচ্চপদগুলোতে নিয়োগের জন্য বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় না। এমবিবিএস পাশ করার পর চিকিৎসকরা সাধারণত মেডিসিন, গাইনি, সার্জারির মতো বিষয়গুলো বেশি পড়তে চান। এসব বিষয়ের শিক্ষকরা কলেজের কার্যক্রমের বাইরে প্রাইভেট প্রাকটিস করে প্রচুর অর্থ আয়ের সুযোগ পান বলে ধারণা আছে।

শরফুদ্দিন আহমেদ বলছেন বেসিক সাবজেক্টের কোর্সগুলোতে ছাত্র সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং কলেজগুলোতে নতুন নতুন কোর্স খুলতে হবে। এর মধ্যে অনেক কোর্সে ছাত্র বেড়েছে। তবে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিয়ে আরও বাড়াতে হবে বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য। প্রয়োজনে ইনসেনটিভ দিতে হবে। সবমিলিয়ে এসব বিষয়ে শিক্ষক তৈরির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগুতে হবে, বলছিলেন তিনি।

মূলত শিক্ষক না থাকার কারণেই অনেক সরকারি কলেজে পদ থাকলেও সে অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। এ কারণে কোথাও কোথাও একই শিক্ষক কাছাকাছি এলাকার দুটি কলেজে গিয়ে একই বিষয় পড়াচ্ছেন।

তবে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শিক্ষক সংকটের বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। অধিদপ্তর অবশ্য মনে করছে নিয়মিত নিয়োগ আর পদোন্নতি হলে দ্রুতই শিক্ষক সংকট কেটে যাবে।

করোনার দুই বছর নিয়োগ ও পদোন্নতি হয়নি। এ দুটি বিষয় ঠিক মতো বা নিয়মিত হলে সংকট থাকে না। মন্ত্রণালয় এগুলো দেখভাল করছে। আশা করছি সংকট কেটে যাবে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষার দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা.আবুল বাশার মো.জামাল।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত সচিব নীতিশ চন্দ্র সরকার বলছেন সরকার ইতোমধ্যেই শিক্ষক সংকট কাটাতে বেসিক বিষয়ের উচ্চপদে থাকা শিক্ষকদের ২৫ শতাংশ বেশি বেতন দিচ্ছে।

এখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা তাদের ইচ্ছেমতো বিষয়ে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করে। তবে আমরা নীতিমালা সংশোধন করতে যাচ্ছি। সেটি হলে মেধা অনুযায়ী পাওয়া বিষয়ে পড়তে হবে। তখন সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়ে যাবে। হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, বলছিলেন তিনি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
31:01:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশী বাবার আবেদন খারিজ, দুই সন্তান থাকবে জাপানি মায়ের কাছে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ জাপানি নাগরিক মা নাকানো এরিকো ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাবা ইমরান শরীফের দুই সন্তানের হেফাজত চেয়ে তাদের বাবা পারিবারিক আদালতে যে মামলা করেছিলেন সেটি আজ খারিজ করে দিয়েছে আদালত। নাকানো এরিকোর আইনজীবী শিশির মনির জানিয়েছেন যে আদালতের এই রায়ের ফলে দুই সন্তান এখন মায়ের হেফাজতেই থাকবে। তবে দুই সন্তানকে নিয়ে তাদের মা জাপানে চলে যেতে পারবেন কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার মনির বলেছেন, উনি কোথায় থাকবে সেটি তার ইচ্ছে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় তিনি যেতে পারবেন বা থাকতে পারবেন। আদালতের দিক থেকে কোনো বাধা নেই। এর আগে ইমরান শরিফের হয়ে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী ফওজিয়া করিম বলছেন এসব ক্ষেত্রে আদালত সাধারণত সন্তানদের অভিমতকেই প্রাধান্য দেয় এবং তার ধারণা এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। পেশায় চিকিৎসক একজন জাপানি নাগরিক নাকানো এরিকো বাংলাদেশে এসে দুই কন্যা সন্তানকে নিজের জিম্মায় পেতে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন ২০২১ সালের অগাস্টে। তার সাথে বাংলাদেশী প্রকৌশলী ইমরান শরীফের বিয়ে হয়েছিলো ২০০৮ সালে এবং পারিবারিক সংকটের জের ধরে এরিকো ২০২০ সালের ডিভোর্সের আবেদন করেছিলেন। পরে মিস্টার শরীফ তাদের তিন সন্তানের মধ্যে প্রথম দুজনকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। পরে বাংলাদেশে এসে হাইকোর্টে রিট করেন নাকানো এরিকো। কয়েক মাসের শুনানির পর তখন হাইকোর্ট দুই সন্তানকে বাবার হেফাজতে দিলেও মা যাতে সন্তানদের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন সেটি নিশ্চিত করার আদেশ দেন। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করেন নাকানো এরিকো। দুই শিশুর বাবা পারিবারিক আদালতে সন্তানদের হেফাজত চেয়ে আবেদন জানালেও পারিবারিক আদালতও দুই শিশুকে তাদের মায়ের হেফাজতে থাকার অনুমতি দিলো।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আসিয়ান চেয়ার ইন্দোনেশিয়ার ওপর চাপ বাড়ছে

নেপিদো ঃ ইন্দোনেশিয়া ২০২৩ সালের জন্য অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস আসিয়ানের চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আসিয়ানের এই দায়িত্ব চক্রাকারে সদস্য রাষ্ট্রগুলো পালন করে। এই দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে জাকার্তার উপর, জোটটির সদস্য মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে চাপ বাড়ছে। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী তাতমাদাও নামে পরিচিত।দুই বছর আগে একটি নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয় মিয়ানমার সামরিক বাহিনী।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আসিয়ানের পাঁচ দফা ঐকমত্য নামে পরিচিত বহুল আলোচিত আসিয়ান শান্তি পরিকল্পনা মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ অবসান কার্যকরভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এটি ইংেদানেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদিদোর জন্য, তাতমাদাও প্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে একটি নতুন এবং আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছে।

নমপেনভিত্তিক রিস্ক অ্যানালাইসিস অ্যান্ড রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক রস মিলোসেভিচ বলেন, ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানের পর থেকে আসিয়ানের বাকি নয় দেশ ও তাদের উদ্যোগকে মিয়ানমার দুঃখজনকভাবে পরীক্ষা করেছে।আর, জোটের শান্তি উদ্যোগের নেতৃত্বদানকারী ছোট দুই দেশ ব্রুনাই ও কম্বোডিয়াকে আশাহীন করে তুলেছে।

তিনি বলেন, আসিয়ানের নীতি সবসময়ই হস্তক্ষেপ করার বিপক্ষে। তবে, সমস্যা মানে সমস্যা। আর ঐ পরিকল্পনাটি ছিল একটা বিপর্যয়। আমি মনে করি না যে আসিয়ান সঠিক ভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছে। আসিয়ান পার্লামেন্টারিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস গ্রুপের চার্লস সান্তিয়াগো এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন।তিনি বলেন,ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো সংলাপ হয়নি এবং দুই বছর পর পরিকল্পনাটি দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এটা শেষ হয়ে গেছে। এটাকে কবর দেওয়া হয়েছে।

তাতমাদাও এবং আসিয়ানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা করেছে নম পেন। এই উদ্যোগে অনেক কিছু করার চেষ্টা হয়েছে। তাতমাদাওয়ের নৃশংসতায় ২,৭০০ জনের প্রাণ গেলে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।এই নৃশংসতায় আরও ১৩ হাজার ৬০০ জনকে আটক করা হয়। আর, বাস্তুচ্যুত হয় ১০ লাখেরও বেশি বেসামরিক মানুষ । সান্তিয়াগো বলেন, আগামী আগস্ট মাসে জান্তা সরকার যে প্রতিশ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলছে তা প্রহসন বলে প্রমাণিত হবে।

তিনি বলেন, ব্রুনাই সমর্থন করলে, ইন্দোনেশিয়ার উচিত মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ফিলিপাইনের সাথে কথা বলা। বলা উচিত যে এই নির্বাচন চলতে পারে না। কারণ এটি আসিয়ানকে বোকা বানাবে এবং আসিয়ান সারা বিশ্বের কাছে একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে পরিণত হবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, জাকার্তার বিকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে আসিয়ানে মিয়ানমারকে এনইউজি (ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট) আসন দেওয়া, জান্তার সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা, সামরিক মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর ওপর বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা এবং সর্বাত্মক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

গুয়াহাটি মহানগরে উত্তরাখণ্ডের যোশিমঠের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় প্রাক্তন মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণর টুইট

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ উত্তরাখণ্ডের যোশিমঠে সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে সারা বিশ্ব জুড়ে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। সম্পূর্ণ যোশিমঠের মানব নির্মাণ ভূগর্ভে সমাধিত হতে চলেছে। এই একই ধরনের পরিস্থিতি গুয়াহাটি মহানগরে সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন প্রাক্তন মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ। এই বিষয়ে তার গত মাসে নির্মাণের সময় সেই টিলা থেকে কিছুটা মাটি নিচে খসে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এরপর তৎক্ষণাৎ ভাবে অট্টালিকা নির্মাণের জড়িত সংস্থা এক্ষেত্রে একটি গার্ডোয়াল নির্মাণ করেছে বলে জানা গেছে। তবে রবিবার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ সেই নির্মীয়মান অট্টালিকার একটি ছবিসহ টুইট করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। টুইটে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত

Kumar Sanjay Krishna @KrS... · 1d
A portion of road in front of this building caved in yesterday. This multi-storey building is coming up in Kharghuli on a small hill. Administration needs to check whether the Hill can take this load of this huge building before area becomes another JOSIMATH!@OfficialGMDA

একটি টুইটকে কেন্দ্র করে মহানগরের প্রশাসন মহলে হাহাকার সৃষ্টি করেছে।

প্রসঙ্গত মহানগরের খারগুলি এলাকায় একটি টিলার উপর গত কয়েক মাস ধরে বহু তলের একটি অট্টালিকা নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। করে বলেছেন গুয়াহাটির পাহাড় ধ্বংস করে অট্টালিকা নির্মাণের পরিণাম ভয়াবহ হবে। এক্ষেত্রে মহানগরে উত্তরাখণ্ডের যোশিমঠের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে প্রাক্তন মুখ্য সচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।।

একই দিনে পাকিস্তানে বাস দুর্ঘটনা ও নৌকাডুবি

বেলুচিস্তান ঃ পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের লাসবেলা জেলায় কোয়েটা থেকে করাচিগামী একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে অন্তত ৪১ জন নিহত হয়েছেন। লাসবেলার সহকারী কমিশনার হামজা আনজুমক পাকিস্তানের ডন সংবাদপত্রকে বলেন, দ্রুতগতির কারণে, লাসবেলার কাছে, কোচটি ইউটার্ন নেওয়ার সময় একটি সেতুর পিলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পরে গাড়িটি খাদে পড়ে গেলে আগুন ধরে যায়। এদিকে, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে রবিবারেই পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের তান্ডা বাঁধ হ্রদে নৌকাডুবিতে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ডন পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, ১৭ শিশু ও একজন শিক্ষককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শিশুরা সবাই একটি মাদ্রাসার (ধর্মীয় বিদ্যালয়) ছাত্র ছিল।

রুশ স্কুলগুলোতে সামরিক প্রশিক্ষণ সোভিয়েত আমলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে,বলছে ব্রিটেন
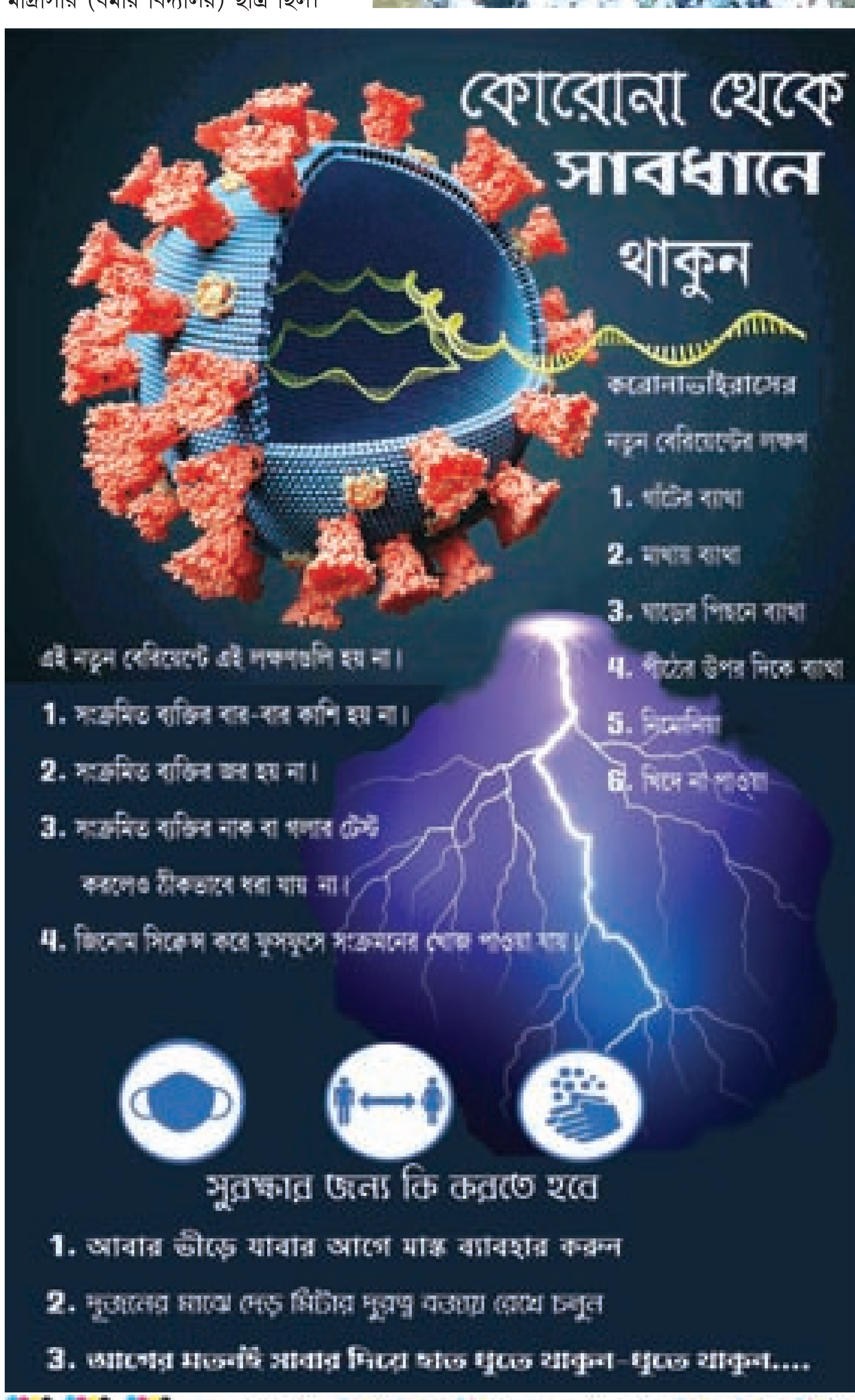
লন্ডন (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন সম্পর্কিত ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের দৈনিক গোয়েন্দা আপডেটএ বলা হয়েছে, রাশিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ ফিরে আসা, রাশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণের পরিবেশকে তুলে ধরেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সমরিক প্রশিক্ষণ সেপ্টেম্বরে বাধ্যতামূলক করা হয়।রাশিয়া গত ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য একই ধরনের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ঘোষণা দেয়। রুশ স্কুলে সামরিক পাঠক্রমের প্রত্যাবর্তন নিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, এটা খুব সম্ভবত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাব 'সোভিয়েত ইউনিয়নের আমলে' ফিরে যাওয়া। সেই সময় স্কুলগুলোতে এ ধরনের সামরিক পাঠ্যক্রম চালু ছিল। শনিবার পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক অঞ্চলের একটি শহরে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়।ইউক্রেনীয় বাহিনী পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় রুশ সৈন্যদের সাথে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।ঐ এলাকাগুলোতে মস্কো কিয়েভের জন্য আধুনিক ট্যাংক সরবরাহের পশ্চিমা প্রতিশ্রুতির মধ্যে তড়িঘড়ি আক্রমণ শুরু করে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি, তার দেশকে এটিএসিএমএস নামে পরিচিত, লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করতে এই পরিস্থিতিকে পশ্চিমা অংশীদারদের উপর চাপ প্রয়োগ করেছেন। জেলেন্সকি শনিবার রাতে দেওয়া ভাষণে বলেন, আমরা যদি আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য উপযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করতে পারি, তাহলে এই রুশ সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব হবে। এর আগে জেলেন্সকি বলেছিলেন, ভুহলেদার এবং বাখমুতের বড় ধরনের যুদ্ধ চলছে।রুশ গোলন্দাজদের লাগাতার গোলাবর্ষণে শহরগুলো কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। আঞ্চলিক গভর্নর পাভলো কিরিলেনকো টেলিগ্রামকে বলেন, দোনেৎস্কর কোস্তিয়ান্তিনিভকা শহরে একটি আবাসিক এলাকায়, রুশ হামলায় ৩ জন নিহত ও অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন। কিরিলেঙ্কো বলেন, চারটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন এবং একটি হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।উদ্ধারকারী ও পুলিশ কর্মকর্তারা রুশ দখলদারদের আরেকটি অপরাধ সতর্কতার সাথে নথিভুক্ত করার জন্য ঘটনাস্থলে রয়েছেন। কোস্তিয়ান্তিনিভকা শহরটি যুদ্ধরেখা থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক দূরে হওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত শত্রুর আক্রমণের শিকার হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে কিরিলেনকো বলেন, রাশিয়ার বাহিনী বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে। কারণ তারা ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম নয়। শনিবারের হামলাটি ইউক্রেনের বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে রুশ বাহিনীর ধারাবাহিক হামলার সর্বশেষ ঘটনা।আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এমন হামলার মধ্য দিয়ে মস্কো কোন সমাধানের উদ্যোগকে দুর্বল করতে চাইছে। ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান ওলেক্সি ড্যানিলভ আরএফইআরএলকে বলেছেন, মস্কো ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার আগ্রাসনের বার্ষিকীতে নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েন, আবারও ইউক্রেনের প্রতি ইইউএর নিঃশর্ত সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। শনিবার জার্মানির ডুসেলডর্ফে ভন ডের লেয়েন বলেন, দ্বিধাহীনভাবে আমরা ইউক্রেনের পাশে আছি। ক্রেমলিন ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমাদেশগুলোর সংহতির সর্বশেষ ইঙ্গিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।